হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৬১৩৭/২০১৮

আঃ হাকিম হাওলাদার
----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য
------প্রতিবাদীদ্বয়

এ্যাডভোকেট মোঃ আমিনুল ইসলাম
---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নওশের আলী মোল্লা
----- দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৯.১১.২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৭.১১.২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, আদালত নং-০১, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৪/২০১২ (গুলশান থানার মামলা নং- ১১০, তারিখ ২৬.০১.২০১১, এসিসি জি, আর, মামলা নং ১৬/২০১১ হতে উদ্ভূত)-এ আপীলকারী আঃ হাকিম হাওলাদারকে দন্ডবিধি ৪০৯/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৩,২১০/- (তের হাজার দুইশত দশ) টাকা অর্থদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ২৪.০৫.২০১৮ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আমিনুল ইসলাম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ নওশের আলী মোল্লা বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র নথী পর্যালোচনা করা হলো। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আমিনুল ইসলাম এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। অপরদিকে, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ নওশের আলী মোল্লা এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিশেষ জজ আদালত নং- ১, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-০৪/২০১২-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.০৫.২০১৮ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ *প্রসিকিউশন পক্ষে মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন হল এই যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং- দুদক/অনুঃ ও তদন্ত- ৩/২২-২০০৯ অনুসন্ধান করে জানা যায় জনাব এর এম আহসানুল আজিজ, ডেপুটি মাষ্টার জেনারেল, ঢাকা নগরী উত্তর বিভাগ, ডাক ভবন, ঢাকার স্মারক নং- তদন্ত/এমভি ট্যাক্স/গুলশান উপ-ডাকঘর/০৭ তারিখ ২৪.০৯.২০০৭ ইং মোতাবেক গুলশান উপ-ডাকঘর ৭নং তদন্ত কমিটি কর্তৃক যানবাহন কর বাবদ ০১.০৭.২০০২ ইং তারিখ হতে ১১.০৪.২০০৪ ইং তারিখ সময়ে ভূয়া ট্যাক্স টোকেন ইস্যুর মাধ্যমে ১৪,৯১,৬৬২/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নয় জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করেন অভিযোগটি পর্যালোচনা করে জানা যায় জনাব মোঃ আলতাফুর রহমান, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, সুটিং এবং এয়ার বিভাগ, ঢাকা ১২১৭ এর আট সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি ঢাকা নগরী উত্তর বিভাগের অধিনস্থ গুলশান মডেল টাউন সাব পোষ্ট অফিসের ০১.০৭.২০০২ ইং তারিখ হতে ১১.০৪.২০০৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোটরযান কর ও ফিস আদায় করে ১৪,৯১,৬৬২/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নয় জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে জনাব মোঃ আলতাফুর রহমান ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল সটিং এবং এয়ার বিভাগ ও সভাপতি তদন্ত কমিটি সহ অপর ছয় সদস্য গত ২৬.০৪.২০০৯ ইং তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে মোট ৩২৩ টি ট্যাক্স টোকেন ইস্যু/নবায়ন কর বাবদ সর্বমোট ১২,২৩,০৫৬/- টাকা হিসাবভূক্ত না করে যা সরকারী খাতে জমা না করে আত্মসাতের অভিযোগে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রতিবেদনের জনাব আব্দুর হাকিম হাওলাদার প্রাক্তন পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স গুলশান উপ-ডাকঘর ঢাকা কর্তৃক দশটি জাল ট্যাক্স টোকেন প্রদানের মাধ্যমে ১০.০১.২০০১ ইং তারিখ হতে ১২.০৭.২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ১২,৪৯০/- টাকা জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রাক্তন পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স গুলশান উপ-ডাকঘর ঢাকা কর্তৃক (৯২+১) =৯৩ টি জাল ট্যাক্স টোকেন প্রদানের মাধ্যমে ১৩.০৭.২০০১ ইং তারিখ হতে ১৯.০১.২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট (১,১৫,৫১৭/৫০+১০২২/৫০)=১,১৬,৫৪০/- টাকা*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এবং জনাব মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ প্রাক্তন সাব পোষ্ট মাষ্টার গুলশান উপ-ডাকঘর ঢাকা কর্তৃক ১৫.০১.২০০১ ইং তারিখে হতে ৩১.১২.২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট ১২,৪৯০=১,১৫,৫১৭/৫০=১,২৮,০০৭/৫০ টাকা পরস্পর যোগসাজশে আত্মসাৎ করেছেন। অনুসন্ধান কালে রেডর্ক পত্র পর্যালোচনায় জানা যায় জনাব আব্দুল হাকিম হাওলাদার প্রাক্তন পোষ্টাল অপারেটর এম,ভি, ট্যাক্স গুলশান উপ ডাকঘর ঢাকা গত ১০.০১.২০০১ ইং তারিখ হতে ১২.০৭.২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে নিজে স্বাক্ষর করে ০৪ টি গাড়ীর আদায়কৃত কর বাবদ সর্বমোট ১৩,২১০/- টাকা এবং মোঃ হাবিবুর রহমান প্রাক্তন পোষ্টাল অপারেটর এম,ভি, ট্যাক্স গুলশান উপ ডাকঘর ঢাকা গত ১৩.০৭.২০০১ ইং তারিখ হতে ১৯.০১.২০০২ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে নিজে স্বাক্ষর করে ৩২ টি গাড়ির আদায়কৃত কর বাবদ সর্বমোট ৯৪,৫২৫/- টাকা সর্বমোট (১৩.২১০+৯৪,৫২৫)=১,০৭,৭৩৫/- টাকা অসামী মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ সাব পোষ্টাল গুলশান উপ ডাকঘর ঢাকা এর সাথে পরস্পর যোগসাজসে সরকারী তহবিলে জমা না করে তাহারা আত্মসাৎ করেছেন। বাদীর উপরোক্ত লিখিত অভিযোগ গুলশান থানার ডিউটি অফিসার এস,আই, মোঃ জয়নাল আবেদীন প্রাপ্ত হইয়া এজাহার কলাম পুরন পূর্বক গুলশান থানার মামলা নং-১১০ তাং ২৬.০১.১১; ধারা ৪০৯/৪২০/১০৯ পিসি এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা রুজু করেন এবং অভিযোগটি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর তফসীলভূক্ত অপরাধ হওয়ায় মামলার তদন্ত কার্য দুদক কর্তৃক সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুযায়ী দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার সহকারী পরিচালক জনাব এস,এম রাশেদুর রেজাকে মামলার তদন্তভার অর্পন করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তভার প্রাপ্ত হইয়া বাদী কর্তৃক জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনা করেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন ও জব্দকৃত আলামতের রেকর্ডসমূহ জব্দ করেন। তদন্তকালে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনায় আসামী মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, আব্দুল হাকিম ও মোঃ হাবিবুর রহমান সরকারী কর্মচারী হিসাবে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক অসৎ উদ্দেশ্যে নিজেরা লাভবান হওয়ার জন্য গুলশান সাব পোষ্ট অফিসে ১০.০১.০১ তারিখ হতে ৩১.১২.০১ তারিখ পর্যন্ত কাউন্টার অপারেটরের দায়িত্ব পালন কালে গাড়ীর মালিকগন যানবাহন করে টাকা পরিশোধকালে মোট ৩৬ টি গাড়ীর ভুয়া ট্যাক্স টোকেন ইস্যু করে গাড়ীর কর আদায় বাবদ ১,০৭,৭৩৫/- টাকা সরকারী কোষাগারে হিসাবভূক্ত না করে প্রতারনা ও অসৎ উদ্দেশ্যে অবৈধ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		লাভের আশায় সরকারী টাকা আত্মসাত করে দন্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ ২নং আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ করেছে মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিলের অনুমতি চাহিয়া সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করেন। পরবর্তীতে দুদক, প্রধান কার্যালয় ঢাকার স্মারক নং- দুদক/বিঃ অনু ও তদন্ত-১/সি-৫০/২০১১/২২৬৭১ তারিখ ১৪.১১.২০১১ ইং মূলে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া গুলশান থানার অভিযোপত্র নং- ৮০৬; তারিখ ৩০.১১.২০১১ ইং দাখিল করেন। মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিজ্ঞ মেট্রোপালিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা বিচারিক আদালতে নথিটি প্রেরনের নিমিত্তে বিজ্ঞ সি. এম. এম. এর নিকট প্রেরন করেন। বিজ্ঞ সি. এম. এম. নথি প্রাপ্তির পর মামলাটি বিচার নিষ্পত্তির জন্য মহানগর দায়রা জজ, ঢাকা বরাবরে প্রেরন করেন। বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মামলার নথি প্রাপ্ত হইয়া বিগত ১২.০১.২০১২ ইং তারিখে শুনানী অন্তে আসামী মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, আব্দুল হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমান এর বিরুদ্ধে পেনাল কোড এর ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারার অপরাধ বিচার্থে আমলে গ্রহন করেন। অতঃপর মামলাটি দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির জন্য অত্র আদালতের প্রেরন করেন। বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত হইতে নথি প্রাপ্ত হইয়া বিগত ০৭.০৬.২০১২ ইং তারিখে শুনানী অন্তে আসামী মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ ও আব্দুল হাকিম হাওলাদার এর উপস্থিতিতে ও আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান এর অনুপস্থিতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীদ্বয়কে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। পলাতক আসামী মোঃ হাবিবুর রহমানকে গঠিত অভিযোগ পাঠ ও ব্যাখ্যা করে বুঝানো ও শুনানো সম্ভব হয় নাই। মামলার শুনানী শুরু হইলে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ মোট ১৬ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। আসামীদের পক্ষে উক্ত সাক্ষীদের জেরা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হওয়ার পর আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষার জন্য লওয়া হইলে উপস্থিত আসামী মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, আব্দুল হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমান পুনরায় নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিয়া সাফাই সাক্ষী দিবেন না তবে লিখিত বক্তব্য ও কাগজপত্র দাখিল করিবেন মর্মে জানান।
		আসামীগণ ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৪২ ধারা মতে পরীক্ষাকালে স্বতন্ত্র কোন বক্তব্য দেন নাই তবে আসামীপক্ষের দাখিলী লিখিত বক্তব্য ও কাগজাদি এবং রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদেরকে আসামীপক্ষ থেকে জেরা করার ধরন ও জেরা করার সময় প্রদত্ত সাজেশান থেকে আসামীপক্ষের এই মর্মে আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য পাওয়া যায় যে, আসামীগণ ট্যাক্স টোকেনের টাকা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিয়াছে। তাহারা ট্যাক্স টোকেনের আদায়কৃত টাকা আত্মসাৎ এর সহিত জড়িত না। কাজেই, আসামীগণ আনীত অভিযোগ হইতে খালাস পাওয়ার হকদার।
		<u>সিদ্ধান্তের বিষয়</u>
		১। আসামী মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ, প্রাক্তন সাব পোষ্ট মাষ্টার, আব্দুল হাকিম হাওলাদার, প্রাক্তন এম. ভি ট্যাক্স অপারেটর ও আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন পোস্টাল অপারেটর গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকার দায়িত্বে থাকাকালে ১০.০১.২০০১ ইং তারিখ থেকে ৩১.১২.২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৩৬টি গাড়ীর মালিকদের নিকট থেকে যানবাহন কর (ট্যাক্স) বাবদ ১,০৭,২১০/- টাকা আদায় পূর্বক পরস্পর যোগসাজসে সরকারী কোষাগারে হিসাব ভুক্ত না করে আত্মসাত করিয়াছে কিনা?
		২। রাষ্ট্রপক্ষ এই আসামীর বিরুদ্ধে আনীত পেনাল কোডের ধারা ১০৯/৪২০/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, এর ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা এবং আসামীদেরকে উপরোক্ত ধারায় শাস্তি দেওয়া যায় কিনা?
		আলোচনা ও সিদ্ধান্ত
		বিচার্য বিষয়ঃ ১-২ঃ
		আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয় একত্রে লওয়া হইল। প্রথমেই রাষ্ট্রপক্ষের পরীক্ষিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য আলোচনা করা প্রয়োজন।
		সাক্ষী পি, ডাব্লিউ- ১ এস. এম রাশেদুর রেজা জবানবন্দিতে বলেন, সহকারী পরিচালক, দুদক প্রধান কার্যালয়, ঢাকার কর্মরত। আমি এই মামলার অনুসন্ধানকারী, এজাহারকারী ও তদন্তকারী। ০৫.০৭.২০০৯ ইং আমি একই পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় দুদক এর স্মারক নং- ১০৫২৮; তারিখ- ০৫.০৭.২০০৯ ইং মূলে দুদক প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং- দুদুক/অন ও তদন্ত-৩/২২-২০০৯ মতে আমাকে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়। এই পত্র প্রদঃ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(২৪ ফর্দ)। অনুসন্ধানে দেখা যায় ডেপুটি পোষ্ট মাস্টার জেনারেল এস. এম আহসানুল আজিজ দুর্নীতি দমন এর বরাবরে এই অভিযোগটি প্রেরন করেন। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, গুলশান সাব পোষ্ট অফিস ঢাকার ০১.০৭.২০০২ ইং হতে ১১.০৪.২০০৪ ইং তারিখ সময়ে ভূয়া ট্যাক্স টোকেন এর মাধ্যমে ১৪,৯১,৬৬২/- টাকার আত্মসাতের অভিযোগে ৯ জন কর্মচারীকে দায়ী করা হইয়াছে। প্রেরিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয় আলতাফুর রহমান ডিপিএমজি ব্যাংকিং এবং বিভাগ সহ ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি তদন্ত প্রতিবেদনটি দাখিল করেছে। আলতাফুর রহমানের তদন্ত কমিটি ২৬.০৪.২০০৯ ইং পুনরায় তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেক করেন যে, ৩২৩ টি ট্যাক্স টোকেন নবায়ন/ইস্যু করা বাবদ ১২,২৩,০৫৬/- টাকা হিসাব ভুক্ত না করে বা সরকারী খাতে জমা না করে ঐ ৯ কর্মচারীর বিরুদ্ধে আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করেন। উল্লেখিত প্রতিবেদনে আসামী হাকিম হাওলাদার ১০টি জাল টোকেনের মাধ্যমে আদায়কৃত টাকা ১০.০১.২০০১ ইং তারিখ হতে ১২.০৭.২০০১ ইং তারিখ সময় পর্যন্ত ১২৪৯০/- টাকা সরকারী তহবিলে জমা না করে আত্মসাত করেন। আসামী হাবিবুর রহমান প্রাক্তন পোষ্টার অপারেটর ৯৩ ট্যাক্স টোকেন প্রদানের মাধ্যমে ১৩.০৭.২০০১ ইং হতে ১৯.০১.২০০২ ইং সময় পর্যন্ত ১,১৬,৫৪০/- টাকা সরকারী তহবিলে জমা প্রদান না করে আত্মসাৎ করেন। আসামী ওবায়দুল হক সাব মাষ্টার হিসেবে ১৫.০১.২০০১ ই হতে ৩১.১২.২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে মোট ১,২৮,০০৭.৫০ টাকা আত্মসাতের সহযোগিতা করেন। অভিযোগটি অনুসন্ধানকালে আসামী হাকিম হাওলাদারের কর্তৃক ৪টি ট্যাক্স টোকেন প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত ১৩,২১০/- টাকা আত্মসাতের সত্যতা পাওয়া যায়। আসামী হাবিবুর রহমান ১৩.০৭.২০০১ হইতে ১৯.০১.২০০২ ইং পর্যন্ত ৩২টি গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে আদায়কৃত ৯৪,৫২৫/- টাকা সরকারী তহবিলে জমা না করে আত্মসাত করেন। ডাক বিভাগের পরিপত্র নং- ২৬; তারিখ ০৮.০৬.১৯৯১ ইং মতে ট্যাক্স টোকেনের অর্থ আদায়ের বিষয়ে লেজার বহি এমটি-২২ ব্যবহারের কথা বলা আছে। সাব পোষ্ট মাষ্টার আসামী ও ওবায়দুল্লাহ গুলশান উপ ডাকঘর ঢাকা উক্ত প্রকার লেজার সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করে এজাহার নামীয় অপর দুই আসামীকে উল্লেখিত অর্থ আত্মসাতে সহযোগিতা করেন। উল্লেখিত ৩ জন আসামী ১,০৭,৭৩৫/- টাকা সহকারী অর্থ জমা না করে পরস্পর যোগসাজসে প্রতারনার মাধ্যমে আত্মসাৎ করার প্রাথমিকভাবে প্রমানে আমি অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করিলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তের আসামীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা রুজু করি। স্মারক নং- দুদক/অনু ও তদন্ত-৩/২২-২০০৯/৫৪; তারিখ ১০.০১.২০১১ ইং

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্মারক পত্র যাহা প্রদঃ ২। অনুমতি পত্র মতে আমি গুলশান থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে অত্র মামরা দায়ের করি। এজাহার ও তাতে আমার স্বাক্ষর প্রদঃ-৩-৩/১। এজাহারে গাড়ীর নম্বর ও ট্যাক্স টোকেনের বিবরণ দেওয়া আছে।
		আসামী হাবিবুর রহমান পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ট্যাক্স টোকেন আদালতে প্রদর্শন করি নাই। এই ৩নং আসামী পোষ্টাল অপারেটর সাব পোষ্ট মাষ্টার ওবায়দুল্লাহর অধীনে কাজ করেন। হাবিবুর রহমানের কাজ ছিল ট্যাক্স টোকেন ইস্যু করে টাকা সংগ্রহ করা এবং তার একটি তালিকা তৈরী করা। সংগ্রহকৃত অর্থ সাব পোষ্ট মাষ্টারকে দিলে সাব পোষ্টাল তা সরকারী তহবিলে জমা প্রদান করবেন। হাবিবুর রহমান ৩২টি গাড়ীর বাবদে ৯৪,৫২৫/- টাকা জমা না করে আত্মসাৎ করেন। এই টোকেন গুলি এই পর্যায়ে প্রদর্শন করা হয় নাই। এই বিষয়ে বিভাগীয় তদন্ত হয়। বিভাগীয় তদন্তে এই আসামীর বিরুদ্ধে আত্মসাতের অভিযোগ না আসা সত্য নয়। এই আসামীর (অপাঠ্য) হতে (অপাঠ্য) মনে নাই। ট্যাক্স টোকেন পোষ্ট অফিসে থাকে। সাব মাষ্টারের নিকট হাবিবুর রহমান নিজেই ট্যাক্স টোকেনের বহি সংগ্রহ করেন। হাবিবুর রহমানের নিজের সংগ্রহকৃত টাকা সাব পোষ্ট মাষ্টারের নিকট জমা দেয়। ট্যাক্স টোকেন কোনটা জাল বা আসল তা এই আসামীর পক্ষে জানা সম্ভব না হওয়া সত্য নয়। আজকের তিন জনকে অব্যাহতি দেওয়া কি এই আসামী আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়ায় তাকে অব্যাহতি না দেয়া সত্য নয়। এই আসামীকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। এই আসামী স্বাভাবিক অবসরে যাওয়া সত্য নয়। এই আসামীকে অন্যায়ভাবে মামলার জড়ানো কি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সত্য নয়।
		আসামী ওবায়েদ উল্লাহ পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন অত্র মামলায় কত টাকা তছরুপের অভিযোগ তা কাগজ না দেখে বলতে পারিবনা। কতটি ট্যাক্স টোকেনের বিষয়ে অভিযোগ তা মনে নাই। ট্যাক্স টোকেনগুলি হাবিবুর রহমান ও হাকিম হাওলাদারের লিখা। কে কয়টি লিখে মনে নাই। ঘটনাস্থলে আমি গিয়াছি। ঘটনাস্থল নিচ তলায়। অফিসের উপর তলায় সাব পোষ্ট মাষ্টারের বাসভবন। সাব পোষ্ট মাষ্টার পৃথক রুমে বসে, অন্যান্যরা কাউন্টারে বসে। সকল কাগজ প্রতিদিন জি. পি. ও হতে সকালে পোস্ট অফিসে যাওয়ার এবং সেখান হতে কাউন্টারের যাওয়া সত্য নয়। সাব পোষ্ট মাষ্টার হতে অফিসের কর্মচারীগন এই সকল কাগজ কাউন্টারের নিয়ে যায়। সারাদিনের সংগ্রহকৃত অর্থের বিষয়ে কত নম্বর গাড়ীর কত ট্যাক্স সংগ্রহ তা দৈনিক সিডিউলে লিখা হয়। ট্যাক্স টোকেনের মোট ৩টি কপি হয়। একটি জি. পি. ও তে যায়, একটি মালিক পায়, একটি বি.আর.টি.এ পায়। টাকা ও সিডিউল সাব পোষ্ট মাষ্টারের

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিকট জমা দেয়। সাব পোস্টার টাকা, রশিদ ও সিডিউল জি.পি.ওতে জমা দেয়। এই সিডিউল বই তদন্তকালে জব্দ করি নাই। তবে ইনভেনটরী করেছি। কাউন্টারের কার্মচারীগণ যে ট্যাক্স টোকেনের বর্ণনা ও সিডিউল এই আসামীর নিকট জমা দিয়াচে তাহার একটিরও অনিয়ম বা তসরুপ না হওয়া সত্য নয়। টাকা না পাওয়া বিষয়ে বি. আর. টি. এ হতে আমাদের নিকট কোন অভিযোগ করা হয় নাই। গাড়ীর কোন মালিক আমাদের নিকট বিষয়ে কোন অভিযোগ করে নাই। আর্জির বর্ণনা মতে ১৩.০৭.২০০১ হইতে ১৯.০১.২০০২ ইং পর্যন্ত মোট ৩৬টি গাড়ির ট্যাক্স টোকেন বাবদ আদায়কৃত টাকা আত্মসাত না করা সত্য নয়। এই আসামীর যোগাসাজসে টাকা আত্মসাৎ না হওয়া সত্য নয়। শওকত আলীর বিরুদ্ধে অফিসের সকলে অভিযোগ দেওয়া, কি তার কুপরামর্শে এই আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া সত্য নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সত্য নয়।
		আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পক্ষে জেরায়ঃ পূর্বের জেরা গৃহীত। দুই ধরনের না এক ধরনের ট্যাক্স টোকেনের কথা বলা হয়েছে। টাকা জমা বিসয়ে প্রতি মাসে অডিট হয়ে নিষ্পত্তি হওয়া সত্য নয়। আমি সঠিকভাবে পর্যালোচনা না করে এই আসামীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া সত্য নয়।
		পুনঃ জেরাঃ আসামীদের কর্মকালনি সময়ে জিপিও থেকে কতটা ট্যাক্স টোকেন ও কতটা এসিজি-৬৭ ইস্যু হয়েছিল তাহা বলতে পারবো না। আসামীদের কর্মকালীন সময়ে কতটা ট্যাক্স টোকেন ও এসিজি-৬৭ ব্যবহৃত হয়েছিল এবং কতটা অব্যবহৃত হয়েছিল তাহা বলতে পারবো না। সত্য নয় যে, ট্যাক্স টোকেনের উপর লিখিত টাকার পরিমান দেখিয়ে আত্মসাত এর পরিমান নির্ণয় করিয়াছিলাম। সত্য যে, ট্যাক্স টোকেন মুড়ি বই এর অংশ নয়। তবে উহা মুড়ি বই এর সাথে সংযুক্ত আছে। ৬৬টি মুড়ি বই এর টাকা জমা আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। সাব-পোষ্ট অফিস সমূহ বছরে ৪ বার পরিদর্শন হয় কিনা তাহা আমাকে জানানো হয় নাই। সাব পোষ্ট অফিসের সাতে এআরটিএ এর সাথে প্রতি মাসে সমন্বয় হওয়ার কোন তথ্য আমি পাই নাই। সত্য যে, অনুসন্ধানকালে ট্যাক্স টোকেন সংশ্লিষ্ট গাড়ীর মালিকদের ডাকি নাই। সত্য নয় যে, ডাক বিভাগের প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই মামলা করেছি।
		পি, ডাব্লিউ- ২ মোঃ আলতাবুর রহমান জবানবন্দিতে বলেন যে, প্রাক্তন ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল সার্টিফিকেট এন্ড এ. আর বিভাগ কর্মরত। কর্তৃপক্ষ আমাকে ১৫.০২.২০০৭ ইং তারিখ স্মারক পত্র নং- তদন্ত/১২-৫/২০০৩/অংশ-১/২০১১(৭) মতে গুলশান টাউন সাবপোষ্ট অফিসের মটরযান কর আদায়ের অনিয়ম তদন্তের জন্য ৭নং তদন্ত কমিটির

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আহবায়ক মনোনিত হলেন। আমি পোস্ট মাস্টার জেনারেল মেট্রো সার্কেল ঢাকার নতি নং- তদন্ত/আইন-২/বি/০৩-০৪/অংশ/৩; তারিক ০৪.০৪.২০০৭ ইং মতে ৫ জন সদস্যকে কমিটিতে দেয়। পরবর্তীতে একজন সদস্য এলপিআর এর যাওয়ায় অপর ২ জন সদস্যকে চাওয়া হয়। কমিটির ০১.০৭.২০০২ ইং তারিখ হতে ৩০.০৯.২০০৪ ইং সময়ের মটরযান কর আদায়ের অনিয়ম তদন্তের জন্য বলা হয়। আমি ও কমিটির সদস্যগন মহাপরিচালকের বিশেষ পরিপত্র নং- ২৬; তারিক ০৮.০৬.১৯৯১ নির্দেশনা অনুযায়ীতে তদন্ত করে ০১.০৭.২০০২ হতে ১১.০৪.২০০৪ ইং গৃহীত মটরযান কর আদায়ের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে ১২,২৩,০৫৬/- টাকা আত্মসাত করার ঘটনা উদঘাটন করে ২৬.০৬.২০০৯ ইং এর একটি প্রতিবেদন দাখিল করি। এই মামলার তিন জনকে দায়ী করা হয়। আসামী মোঃ ওবায়দুল্লাহকে ৪,০৯,৬০৫,.৫০/- টাকা, **হাকিম হাওলাদারকে ১২,৪৯০/- টাকা** ও হাবিবুর রহমানকে ১,১৬,৫৪০/- টাকা বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়। স্মারক পত্র ২টি প্রদঃ ৪, ৪/১। এই সেই তদন্ত প্রতিবেদন যাহাতে আমার স্বাক্ষর আছে যাহা প্রদঃ ৫ সিরিজ। ০৫.০৮.২০০৯ ইং তারিখ দুদকের সহকারী পরিচালক রাশেদুল রেজা ট্যাক্স টোকেনের মুড়ি বই, সিডিউল জব্দ করে তা আমার জিম্মায় দেয়। জব্দ তালিকার ৫ হইতে ২৫নং কলামের উল্লেখিত কাগজপত্র আদালতে আছে জিম্মা নামা ও আমার স্বাক্ষর প্রদ- ৬, ৬/১। মামলার স্বার্থে সংশ্লিস্ট ৩৬টি ট্যাক্স টোকেনের আলামতের মধ্যে ৩৪টি ট্যাক্স টোকেন দাখিল করিলাম। যাহা পূর্বে দাখিলকৃত ট্যাক্স টোকেন সহ, যাহা প্রদঃ ৭ সিরিজ (১১টি)। চার্জশীটে (অপাঠ্য) নম্বর ১৩৮২/চার্জ/১২৭ তারিখ ১২.১২.২০০১ এর সাথে চার্জশীটে ও তদন্ত প্রতিবেদনে মিল নাই। আসামীগণ কাঠগড়ায় আছে। আসামী ওবায়দুল্লাহর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল টাঙ্গাইল জেলায় কর্মরত। ঢাকায় একই পদে সার্টিফিকেট এবং এ. আর বিভাগে কাজ করি। এই আসামী সাব পোষ্ট মাষ্টার হিসাবে কর্মরত ছিল। আমাদের ইনকোয়ারী রিপোর্ট দেয়ার পরে এর ভিত্তিতে দুদক তদন্ত করে এজাহার হয়। ০১.০৭.২০০২ ইং ১১.০৪.২০০৪ ইং সময় কালের বিষয়ে তদন্ত হয়। এই আসামীর অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে দাবীর সমর্থনে কাগজপত্র আদালতের দেয়া আছে। এই বিসয়ে কোন প্রমান বা কাগজ না থাকা সত্য নয়। আমাদের ডিপু হতে ২৬ পরিপত্র শর্তেই করা হয়। আমার তদন্তকালনি সময়ে এইরূপ কোন পরিপত্র আসামী দেওয়া হয় নাই। এই কারনে তারা ট্যাক্স টোকেনের টাকা নিয়ে সরকারী ঘরে জমা দেয়া সত্য নয়। ট্যাক্স

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অপারেটর টাকা আদান প্রদান করে। এইভাবে আদায়কৃত টাকা সাব পোষ্ট মাষ্টারের নিকট জমা হইত। আসামী এম ২ ট্যাক্স অপারেটর হতে টাকা নিয়ে তা সরকারের ঘরে জমা না দেওয়া বিষয়ে কোন কাগজে না থাকা সত্য নয়। গাড়ীর মালিকগণ কোন কমপ্লেইন করে কিনা জানা নাই। বিআরটিএ এই টাকা বিষয়ে কোন অভিযোগ করেছে কিনা আমি জানি না। এপিএমজি-ডিপিএমজি হতে আমার কোন অভিযোগ করে নাই। আমার নিকট দাপ্তরিকভাবে অভিযোগ তদন্তের জন্য আছে। উল্লেখিত সময়ে ২২ এল লেজার আমাকে দেওয়া হয় নাই। এই বিষয়ে জানা নাই। টাকা জমা রশিদ না দেওয়া সত্য নয়। আমাদের থেকে আদালতে দাখিলকৃত কোন কাগজ এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমান করে না সত্য নয়। আমি সঠিক ভাবে তদন্ত না করিয়া কিংবা মনগড়া অনুসন্ধান তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া সত্য নয়।
		আসামী হাবিবুর রহমান পক্ষে জেরায় সাক্ষী বলেন যে, এই আসামী ট্যাক্স টোকেনের টাকা সংগ্রহ করে ঐ দিনই তা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। এই আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সঠিক না হওয়া সত্য নয়। এই আসামীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কোন দালিলিক প্রমান না থাকা সত্য নয়।
		আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পক্ষে পূর্বের জেরা গৃহীত। এই আসামী কোন ট্যাক্স আদায় না করা, কিংবা কোন অপরাধ না করা সত্য নয়।
		পুনঃ জেরাঃ আসামীদের কর্মকালীন সময়ে মোট কয়টি ট্যাক্স টোকেন ও এমজি ইস্যু হয়েছিল এবং কতটা ব্যবহৃত হয়েছিল ও কতটা অব্যহৃত ছিল তাহা আমি বলতে পারবোনা। ট্যাক্স টোকেনের উপর লিখিত টাকার পরিমান দেখে আত্মসাৎ এর পরিমান নির্ণয় করেছি। সত্য যে, ট্যাক্স টোকেন মুড়ি বইয়ের অংশ নয়। সত্য যে, ৬৬টি মুড়ি বই এর টাকা জমা আছে। ০১.০৭.২০০২ ইং তারিখ ১২.০৪.২০০৪ ইং পর্যন্ত সময়ে সমর্পনকৃত ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্ত তদন্ত করেছি। আসামী ওবায়দুলার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা আমি এবং তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা তাহার (আসামী ওবায়দুল্লাহ) নিম্ন পদস্থ। আমার জানা নাই আসামী ওবায়দুল্লাহর অবসরে যাওয়ার আগে তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল কিনা? সত্য যে, আমি তদন্তকালে পরিদর্শন রিপোর্ট দেখি নাই। সত্য যে, আমাদের তদন্তকালে ট্যাক্স টোকেনের গাড়ীর মালিকদের ডাকি নাই। সত্য যে, বিআরটিএ ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্তে কোন অভিযোগ করে নাই।
		সাক্ষী পি, ডব্লিউ- ৩ ফেনিন্দ্র চন্দ্র দাস জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০১.০৭.২০০২ ইং তারিখ হইতে ৩০.০৯.২০০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত মোটরযান কর আদায়কৃত টাকা সরকারী খাতে জমা না করে আত্মসাৎ করায় তদন্তের জন্যে দেওয়া হয়। আমি উক্ত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলাম। ওবায়দুল্লাহ সাব

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পোষ্ট মাষ্টার, হাকিম হাওলাদার এমভি ট্যাক্স অপারেটর ও মোঃ হাবিবুর রহমান এম. ভি ট্যাক্স অপারেটর এই তিন জনে আত্মসাৎ করে। এর মধ্যে মোঃ ওবায়দুল্লাহ, সে ৫,১০,৭০৫/- টাকা আত্মসাৎ করে ১৫.০১.২০০১ হইতে ৩১.১২.২০০২ ইং পর্যন্ত, হাকিম হাওলাদার ১০.০১.২০০১ হইতে ১২.০৭.২০০১ ইং পর্যন্ত ৫১,৩৯৭.৫০ টাকা আত্মসাৎ করে। হাবিবুর রহমান ১৩.০৭.২০০১ ইং হইতে ১৯.০১.২০০২ ইং পর্যন্ত ১,৮৭,৪১০.৫০ টাকা আত্মসাৎ করে। পরবর্তীতে তদন্ত প্রতিবেদনে ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক আত্মসাতের টাকার পরিমান ৪,০৯,৬০৫.৫০ এবং হাকিম হাওলাদারের আত্মসাৎকৃত ১২,৪৯০/- টাকা, হাবিবুর রহমানের আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমান ১,১৬,৫৪০/- টাকা সরকারী অর্থ আত্মসাতের মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করি। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ফটোকপি দাখিল করিলাম। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে আমার স্বাক্ষর আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা সমূহ কাগজাদি বিগত ০৫.০৮.২০০৯ ইং সকাল ১২ ঘটিকায় ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল এর কার্যালয় গুলশান মডেল টাউন ঢাকা হইতে মোঃ আলতাফুর রহমান সাব পোষ্ট মাষ্টারের নিকট হইতে সাক্ষীদের সম্মুখে একটি ইনভেন্টরী করি। ইনভেন্টরী তালিকার ৫নং কলামে বর্নিত যাহা ১ হইতে ৫৭ এবং ১-২৫ নং শিডিউল প্রস্তুত করি। উক্ত ইনভেন্টরী সহকারী পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক এস. এম. রাশেদুর রেজা প্রস্তুত করে। ইনভেন্টরীকৃত ৫, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৪৮ ও ৫০ মোট ৮টি শিডিউলের ক্রমিক নং- ৫, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ২১ মোট ১০টি জিম্মা প্রদান করে। ক্রমিক নং- ২, ৪, ১২ এবং সিডিউলির ক্রমিক ৫(১০.০৭.২০০১, ২২.০৭.২০০১, ২৯.০৭.২০০১, ৩০.০৭.২০০১) ৬(০৪.০৮.২০০১, ০৮.০৮.২০০১, মোট (অপাঠ্য) শিডিউল তদন্ত কর্মকর্তা নিজ হেফাজতে গ্রহণ করে। উক্ত ইনভেন্টরীর ফটোকপি দাখিল করিলাম। উহাতে আমার স্বাক্ষর আছে। ইনভেন্টরী ফটোকপি প্রদর্শনী- ৮, আমার স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ৮/১। *আসামী ওবায়দুল্লাহ পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি ৩৩ বৎসর চাকুরী করিতেছি। আমি পোষ্টার বিভাগে স্লেইড অপারেটর হিসাবে চাকুরী করিলাম। আমি ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্য ছিলাম। আসামী ওবায়দুল্লাহ গুলশান পোষ্ট অফিসের সাব পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। আসামী আমার উর্দ্ধতন পদে কর্মরত ছিলেন। ইহা সত্য নহে যে, আমার তদন্ত কমিটির সদস্য হয়োর যোগ্যতা নাই। আত্মসাৎকৃত টাকা বিআরটিএর। গাড়ীর মালিকগন পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে লাইসেন্স এর টাকা জমা দেয়। গাড়ীর মালিক বা টাকা জমাদানকারীরা বা বিআরটিএর নিকট কোন অভিযোগ দায়ের করে নাই।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক ৪,০৯,৬০৫.৫০ টাকা আত্মসাত করা মর্মে আমার নিকট কোন কাগজাদি নাই। ট্যাক্স টোকেন অপারেটরগণ জমাকৃত টাকা সংগ্রহ করে। টাকা দিলে রিসিট দেওয়ার নিয়ম আছে তবে আমার নিকট কোন টাকার রিসিট নাই। ৩৬টি ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ করে। উক্ত ট্যাক্স টোকেন আমার নিকট নাই। জমাকৃত টাকা প্রমিসাসে, ৩ মাসে, ৬ মাসে এবং ব্যবসায়িক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষণকারীরা আত্মসাতের অভিযোগ করে নাই। গাড়ীর লাইসেন্স ফি জমা না হইলে পরবর্তীতে লাইসেন্স ইস্যু করা হয় নাই। কোন গাড়ীর মালিক কর্তৃপক্ষ আমাদের নিকট অভিযোগ করে নাই। ইহা সত্য নহে যে, মামলাটি মিথ্যা ও বানোয়াট।
		আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী আঃ হাকিম হাওলাদারে কয়টা ট্যাক্স টোকেন ইস্যু করে বলিতে পারিব না। যাহা ট্যাক্স টোকেন প্রদান করে তারা কোন অভিযোগ করে নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী কোন জাল ট্যাক্স টোকেন ইস্যু করে নাই। বাকী জেরা এডোপ্টেট করা হয়।
		আসামী হাবিবুর রহমান পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, হাবিবুর রহমান এম. ভি ট্যাক্স টোকেন অপারেটর ছিল। তার উর্দ্ধতন পদ ছিল সাব-পোষ্ট মাষ্টার। জমাকৃত ট্যাক্স টোকেনের টাকা ডাক বিভাগ প্রদান করে। ডাক বিভাগ সংগৃহীত ট্যাক্স টোকেন সাব পোষ্ট মাষ্টারের নিকট জমা দেয়। ইহা সত্য নহে যে, এই আসামী অধিনস্থ কর্মচারী হিসাবে টাকা আত্মসাতের সহিত জড়িত ছিলনা। ইহা সত্য নহে যে, আমরা সঠিকভাবে তদন্ত সমাপ্ত করি নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী ঘটনার সহিত জড়িত ছিলনা। ইহা সত্য নহে যে, মিথ্যা সাক্ষী দিলাম।
		পি, ডাব্লিউ- ৪ মোঃ সেলিম খান জবানবন্দিতে বলেন যে, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালকের স্মারক মূলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি করা হয়। এই কমিটির আহবায়ক ছিলেন জনাব আলতাফুল রহমান। তিনি ডেপুটি পোষ্টার জেনারেল ছিলেন। গুলশান মডেল সাব পোষ্ট অফিসের মোটর যান কর টিমের অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে আমি ০১.০৭.২০০২ ইং হইতে ৩০.০৯.২০০৪ ইং পর্যন্ত বিশেষ তদন্ত কার্য্যে অংশ গ্রহণ করি। এই সময়ের মধ্যে ২টি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ১ম তদন্ত প্রতিবেদন ২৯.০৭.২০০৭ ইং তারিখে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদন ১৪,৯১,৬৬২/- টাকার অনিয়ম ধরা পরে। ২য় প্রতিবেদন ২৬.০৪.২০০৯ ইং উক্ত প্রতিবেদনে ১২,২৩,০৫৬/- টাকার অনিয়ম ধরা পরে। এই অনিয়মের সহিত মোট ৯ জন কর্মচারী জড়িত ছিল। উক্ত সমুদয় টাকার বিষয়ে ৩টি মামলা হয়। এই মামলার ৩ জন আসামী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পারস্পরিক যোগসাজসে ৩৬টি ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে এই টাকা আত্মসাৎ করে। তম্মধ্যে ওবায়দুর রহমান সাব পোষ্ট মাষ্টার গুলশান সাব পোষ্ট অফিস। সে ৪৯,৬০৫.৫০ টাকা। ২য় আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পোষ্টার অপারেটর এলভি ট্যাক্স সে ১২,৪৯০/- টাকা আত্মসাত করে। ৩য় আসামী হাবিবুর রহমান পোষ্টার অপারেটর এম. ভি ট্যাক্স সে ১,১৬,৫৪০/- টাকা আত্মসাত করে। আমি আসামীদেরকে চিনি না। এই আসামী জবানবন্দী। *আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি বিগত ০১.০৭.২০০২ ইং তারিখ তদন্তভার প্রাপ্ত হই। এই মামলা দায়েরের পূর্বে একটি তদন্ত কমিটি হয়। আমি উক্ত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলাম। বিগত ২৪.০৪.২০০৭ ইং আমাকে তদন্ত কমিটির সদস্য ভুক্ত করে। বিগত ০১.০৭.২০০২ ইং হইতে ৩০.০৯.২০০৪ ইং সময়ের ঘটনার তদন্ত করি। এই সময়ের মধ্যে তদন্ত করার আদেশ মর্মে কোন কাগজাদি আমার নিকট নাই। এই মামলায় মোট আসামী তিনজন। তদন্ত কার্য্য কতদিনের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হবে তাহা আমার স্মরন নাই। ওবায়দুল্লাহ সাব পোষ্ট মাষ্টার, আঃ হাকিম এম. ভি ট্যাক্স অপারেটর, হাবিবুর রহমান হাওলাদার এম.ভি ট্যাক্স অপারেটর। ওবায়দুল্লাহ উক্ত অফিস প্রধান ছিলেন। গাড়ীর মালিকগনের নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করা হয়। উক্ত আদায়কৃত ট্যাক্সের রশিদ আমার নিকট নাই। আমি পোষ্টাল বিভাগে চাকুরী করি। পরিদর্শক কর্তৃক ট্যাক্স আদায়ের তদারকির বিষয় আছে তবে মাসে না বছরে ২ বার। কোন পরিদর্শক ট্যাক্সের অর্থ আত্মসাত মর্মে আমাদর নিকট কোন রিপোর্ট দেয় নাই। তবে অফিসে দিয়াছে। তদন্তের সময় আমরা পরিদর্শনের কোন রিপোর্ট চায় নাই। ট্যাক্স টোকেনের আদায় না হইলে নবায়ন করার সুযোগ নাই। গাড়ীর মালিকগণ ট্যাক্সের টাকা আত্মসাত মর্মে কোন অভিযোগ করে নাই। লাইসেন্স প্রদানকারী অফিস বি.আর.টি.এ। বি.আর.টি.এ ট্যাক্স টোকেনের টাকা পাই নাই মর্মে অভিযোগ করে নাই। ইহা সত্য নহে যে, ট্যাক্স টোকেনে কোন টাকার উল্লেখ নাই। অভিযুক্তদের মধ্যে কে কতটি ট্যাক্স টোকেন লিখে আমার জানা নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামীরা ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাত করে নাই। ইহা সত্য নহে যে, ব্যক্তিগত রেশারেশির কারনে মামলা করে। দায়িত্ব প্রাপ্তির কতদিন পরে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করি আমার স্মরন নাই। ইহা সত্য নহে যে, মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিলাম। আসামী হাবিবুর রহমানের দায়িত্ব ছিল সকাল ৯ টা ৫ টা পর্যন্ত। তার বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কোন নালিশ করে নাই।* *পি, ডাব্লিউ- ৫ খান হাসান মোহাম্মদ ইকবাল মাসুদ জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি বিগত ২২.১০.২০০৭ ইং তারিখ থেকে ২২.১২.২০১০ ইং*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ পর্যন্ত সময়ে ঢাকা নগরী উত্তর বিভাগে ভিপি এমজি পদে কর্মরত ছিলাম। গুলশান সাব পোষ্ট অফিসের ০৯.০৭.২০০২ ইং থেকে ৩০.০৯.২০০৪ ইং পর্যন্ত সময়ের যানবাহন কর ও ফিস আদায়ের অনিয়ম ও দূর্নীতির মাধ্যমে সরকারী অর্থ আত্নসাত এর ঘটনায় গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করে। আমি গত ১২.০৭.২০০৯ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় বরাবরে প্রেরন করি।
		সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে ক্যাশ টোকেন, কাউন্টার পার্ট, ফয়েল পাঠায়াছিলাম। ১২.০৭.২০০৯ ইং তারিখে পাঠাইয়াছিলাম। তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট কোন তারিখে জবানবন্দি দিয়াছি তাহা বলতে পারি না। সত্য নয় যে, আমি মামলার বিষয়বস্তু জানি না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।
		পি, ডাব্লিউ- ৬ শামছুর নূর জবানবন্দিতে বলেন যে, ঘটনার সময় তেজগাঁও এয়ারপোর্টে সাটিং এন্ড এয়ার বিভাগে কর্মরত ছিলাম। ২৬.০৪.২০০৯ ইং তারিখে গঠিত তদন্ত কমিটিতে আমি সদস্য ছিলাম। তদন্তে ৩২৩টি ট্যাক্স টোকেন পরীক্ষা করে জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা আত্নসাৎ এর সত্যতা পাই। তদন্তে এই আসামীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ১২ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৬ টাকা আত্নসাৎ এর প্রাথমিক সত্যতা পাই। এই আসামী মোঃ ওবায়দুল্লাহ এর বিরুদ্ধে ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬০৫/৫০ টাকা, আঃ হাকিমের বিরুদ্ধে ১২ হাজার ৪৯০/- টাকা ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ১৬ হাজার ৫০০/- টাকা আত্নসাতৎ এর তথ্য প্রমান পাই। আমরা প্রতিবেদন দাখিল করি। এই সেই তদন্ত প্রতিবেদন যাহা প্রদঃ ৫/১ সিরিজ হল। বিগত ০৫.০৮.২০০৯ ইং তারিখে ১২.০০ ঘটিকার সময় তেজগাঁও সটিং এন্ড এয়ার বিভাগ থেকে দুদকের উপ পরিচালক রাশেদুর রেজা আমার উপস্থিতিতে ইনভেনটরী তালিকা প্রস্তুত করে। ইনভেনটরী তালিকার ৫নং ক্রমিকে বর্ণিত কাগজাদি ইনভেনটরী করে। এই সেই ইনভেনটারী তালিকা যাহা প্রদঃ ৮ হয়েছে। এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ৮/২ হল। এই তালিকার কাগজাদি ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার আলতাফুর রহমানে জিম্মায় দেয়।
		আসামীপক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ০১/৭/০২ ইং থেকে ৩০/৯/০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ঘটনা। ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি হয়। মোঃ আফতাবুর রহমান ভিপিএসজি, মোঃ সেলিম খান, পরিদর্শক, আমি (পরিদর্শক), মোঃ শহীদুল্লাহ স্টেনো-টাইপিষ্ট, মোঃ সামসুল আলম মেইল অপারেটর, ফনীন্দ্র চন্দ্র দাস মেইল অপারেটর তদন্ত কমিটির সদস্য। আসামী

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ওবায়দুল্লাহ সাব-পোষ্ট মাষ্টার। অপর ২ জন আসামী অপারেটর। তদন্ত কমিটির ৬ জন সদস্য আসামী ওবায়দুল্লাহের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা। মেইল অপারেটর আসামী ওবায়েদুল্লাহর নীচের পর্যায়ের কর্মকর্তা। কে কোন স্কেলে আছে তাহা বলতে পারো না। সত্য নয় যে, ভিপিএসজি ছাড়া তদন্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য আসামী ওবায়েদুল্লাহর নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা। ০১/৭/০২ ইং তারিখ থেকে ৩০/৯/০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের ট্যাক্স টোকেন পরীক্ষা করি। কোন তারিখে তদন্ত শুরু করি এবং কোন তারিখে শেষ করি তাহা খেয়াল নাই। তবে ২০০৯ সালে তদন্ত করি। আমি সটিং বিভাগ, তেজগাওতে তদন্ত করেছি। মামলার ঘটনাস্থল গুলশান সাব পোষ্ট অফিস। ট্যাক্স জিপিও থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। ০১/৭/০২ ইং থেকে ৩০/৯/০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট কত টাকার ট্যাক্স টোকেন দেয়া হয়েছিল এবং কত টাকার ট্যাক্স খরচ হয়েছে এবং কত টাকার ট্যাক্স টোকেন স্টক ছিল তাহা বলতে পারবো না। আমরা ট্যাক্স টোকেন জব্দ করেছি, ফয়েল জব্দ করেছি, এসিজি-৬৭ তদন্ত করেছি। আমরা তদন্ত করেছি। ট্যাক্স টোকেনে টাকার পরিমাণ দেখেই আত্মসাৎ এর পরিমাণ নির্ণয় করেছি। তদন্তের সময় গাড়ীর মালিককে ডাকি নাই। গাড়ীর মালিকরা ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্তে কোন অভিযোগ করে নাই আমরা তদন্তকালে বিআরটিতে যাই নাই। ট্যাক্স এর টাকা আদায় করে আমরা বিআরটিকে দেই। কোন গাড়ীর টাকা অনাদায়ী আছে এই মর্মে বিআরটিএ কোন দাবী করেছিল কিনা জানা নাই। আমাদের পোষ্ট অফিস অডিট হয়। অডিটে আত্মসাৎ এর ঘটনা উদঘাটন হয়েছিল কিনা জানা নাই। আমাদের সাব পোষ্ট অফিস বৎসরে ৪ বার পরিদর্শন হয়। পরিদর্শনে কথিত আত্মসাৎ এর ঘটনা উদঘাটিত হয়েছিল কিনা জানি না। ট্যাক্স টোকেন সভাপতি সংগ্রহ করেছে। কে ট্যাক্স টোকেন দিয়াছে তাহা বলিতে পারবো না। তদন্তের সময় আসামীরা কর্মরত ছিল কিনা জানা নাই। তদন্তের সময় আসামীদের ডাকা হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে নোটিশ দাখিল করেছি কিনা স্মরণ নাই। নোটিশে কোন কোন কাগজ ইনভেনটরী করা হয় তাহা বলিতে পারবো না। ট্যাক্সের টাকা হেড অফিস থেকে সমন্বয় হয়। সংক্রান্তে তদন্তের জন্য বিআরটিএ অফিসে যাই নাই। সত্য নয় যে, তদন্তের বিষয় জানি না। সত্য নয় যে, জব্দ তালিকা ও ইনভেনটরী সংক্রান্ত জানি না। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। *পি.ডব্লিউ-৭ মোঃ শহীদুল্লাহ জবানবন্দীতে বলেন যে, গুলশান মডেল টাউন সাব পোষ্ট অফিসের ০১/৭/২০০২ থেকে ৩০/৯/২০০৪ ইং পর্যন্ত সময়ে যানবাহন কর আদায় সংক্রান্ত অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ এর ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটিতে আমি সদস্য ছিলাম। গত ১৫/২/০৭ ইং তারিখে তদন্ত*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কমিটি গঠিত হয়। ২৯/৭/০৭ ইং তারিখের প্রাথমিক তদন্তে ০৯ জন অভিযুক্ত কর্মচারী কর্তৃক ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার ৬২৬ টাকা আত্মসাৎ এর তথ্য প্রমাণ পাই। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করে ২৬/৪/০৯ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে ০৯ জন কর্মচারী কর্তৃক ১২ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৬ টাকা আত্মসাৎ এর তথ্য প্রমাণ পাই। জনাব মোঃ ওবায়েদুল্লাহ কর্তৃক ৪ লক্ষ ০৯ হাজার ৬০৫/৫০ টাকা, মোঃ হাকিম হাওলাদার কর্তৃক ১২ হাজার ৪৯০/-টাকা ও হাবিবুর রহমান কর্তৃক ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৪০/- টাকা আত্মসাৎ এর প্রমাণ পাই। এই সেই ২৯/৭/০৭ ইং তারিখের প্রতিবেদনের ফটোকপি। মূল বিশেষ মামলা নং ০৮/১২ তে জমা আছে। প্রতিবেদন প্রদঃ ৫ সিরিজ হয়েছে। এতে ১৮টি স্বাক্ষর আছে। স্বাক্ষর প্রদঃ ৫/২ সিরিজ হল। এই সেই ২৬/৪/০৯ ইং তারিখের প্রতিবেদনের ফটোকপি। মূল কপি বিশেষ মামলা নং -০৮/১২ তে জমা আছে। প্রতিবেদনের ফটোকপি প্রদঃ ৯ হয়েছে। এতে ২৫টি স্বাক্ষর প্রদঃ ৯/১ সিরিজ হল। *সকল আসামীপক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি স্টেনো-টাইপিষ্ট। আমার কর্মস্থল তেজগাঁও। আমি ৭নং সদস্য ছিলাম। আমি ৭ নং সদস্য ছিলাম। ১/৭/২০০২ থেকে ৩০/৯/০৪ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের ট্যাক্স টোকেন তদন্ত করেছি। মামলার ঘটনার তারিখ ১০/১/০১ ইং থেকে ৩১/১২/০১ইং তাং মর্মে এজাহার ফরমে উল্লেখ আছে। আমরা ১০/১/০১ ইং তারিখ থেকে ৩১/১২১/০১ইং পর্যন্ত সময়ে তদন্ত করেছি কিনা স্মরণ নাই। আমার মনে পে ১/৭/০২ থেকে ৩০/৯/০৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের ট্যাক্স টোকেন তদন্ত করেছি। ট্যাক্স টোকেন, জমা রশিদ মিলাইয়া দেখিয়াছি। ট্যাক্স টোকেন জিপিও থেকে সরবরাহ করা হয়। জিপিও থেকে সর্বমোট কতটি ট্যাক্স টোকেন সরবরাহ করা হয় তাহা স্মরণ নাই। কতগুলো ট্যাক্স টোকেন খরচ হয়েছিল এবং কতগুলো অবশিষ্ট ছিল তাহা বলতে পারবো না এবং গভীরে আমরা যাই নাই। ট্যাক্স টোকেন উপর টাকার অংক লেখা ছিল এবং আমরা টাকার তথ্য ট্যাক্স টোকেন থেকে পেয়েছিলাম। এসিজি-৬৭ ফরম জিপিও থেকে পাঠানো হয়। ট্যাক্স টোকেনের মুড়ি বই জব্দ করেছি। ৩২৮৯ টি মুড়ি বই (ট্যাক্স টোকেন) জব্দ করেছি। মুড়ি বই এর টাকা জমা হয় নাই। সত্য যে, ট্যাক্স টোকেনের টাকা বিআরটিএ অভিযোগ করে নাই গাড়ীর টাকা আদায় না হওয়া সংক্রান্তে। তদন্তকালে গাড়ীর মালিকদের আমরা ডাকি নাই। গাড়ীর মালিকদের আমরা ডাকি নাই। গাড়ীর মালিকগণ অভিযোগ করে নাই তাহাদের গাড়ীর টাকা আত্মসাত হয়েছে। তদন্তের সময় আসামীদের ডাকি নাই। তদন্তকালে বিআরটিতে আমরা যাই নাই। সাব-পোষ্ট অফিস বৎসরে কতবার পরিদর্শন হয় তাহা জানা নাই। পরিদর্শনের ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ হওয়ার তথ্য*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এসেছে কিনা জানা নাই। সাব পোষ্ট মাষ্টারের উপরে আমার স্কেল। দুদকের কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাই। ট্যাক্স টোকেন গুলশান সাবপোষ্ট অফিস থেকে পেয়েছি। সত্য নয় যে, তদন্তের বিষয় জানি না। সত্য নয় যে, মিথ্যা ও মনগড়া প্রতিবেদন দিয়াছি। পি, ডব্লিউ-৮ বিশ্বরূপ সরকার জবানবন্দিতে বলেন যে, গুলশান ডাকঘরের এমভি (মটরযান) ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্ত নিয়ম উদঘাটনের জন্য ১৫.০২.০৭ ইং তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই তদন্ত কমিটির নাম ৭নং তদন্ত কমিটি। আমি উক্ত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলাম। তদন্ত কমিটি ৭ সদস্য বিশিষ্ট ছিল। আমরা তদন্ত করিয়া এই মামলার আসামী ওবায়েদুল্ল্যা, হাবিবুর রহমান ও হাকিম হাওলাদার সহ আরও ৬ জনের বিরুদ্ধে ১২ লক্ষ ২৩ হাজার (অপাঠ্য) টাকা আত্মসাত এর অভিযোগের সত্যতা পাই এবং গত ২৬.০৪.০৯ ইং তারিখে আমরা প্রতিবেদন দাখিল করি। এই সেই ২৬.০৪.০৯ ইং তারিখের প্রতিবেদন এর ফটোকপি এবং আমার স্বাক্ষর। প্রতিবেদনের মূল কপি বিশেষ আদালত নং ১০ এর বিশেষ মামলা নং-০৮/১২ তে জমা আছে। ২৬.০৪.০৯ ইং তারিখের প্রতিবেদনের ফটোকপি প্রদঃ ০৯ হয়েছে। এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ৯/৫ হল। তদন্তে আমরা পেয়েছি যে, আসামী ওবায়দুল্লাহ ৪লক্ষ ৯ হাজার ৬০৫/৮৫ টাকা, হাকিম হাওলাদার ১২ হাজার ৪৯০ টাকা ও হাবিবুর রহমান ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৪০ টাকা আত্মসাৎ করেছে। আসামী ওবায়েদুল্ল্যা পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হওয়া সংক্রান্ত কাগজাদি অত্র আমি আদালতে দাখিল করি নাই। ওবায়েদুল্ল্যা মোট কয়টা ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা খেয়াল নাই। সঠিক ট্যাক্স টোকেনের টাকা লেজার এন্ট্রি করে নাই। সত্য নয় যে, এই আসামী দৈনিক আদায়কৃত ট্যাক্স টোকেনের টাকা তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রধান কার্যালয়ে জমা দিয়াছে। সত্য যে, ওবায়েদুল্যা ট্যাক্স টোকেন কাটতেন না। সত্য নয় যে, ওবায়েদুল্যা ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ এর সাথে জড়িত নয় ও ছিল না। সত্য নয় যে, আমি সঠিকভাবে তদন্ত করি নাই। আসামী হাবিবুর রহমান পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, হাবিবুর রহমান ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৪০/- টাকা আত্মসাৎ করেছে এর সমর্থনে কোন কাগজাদি দাখিল করি নাই একথা সত্য। ইহা সত্য নয় যে, হাবিবুর রহমান ট্যাক্স টোকেনের টাকা আদায় করে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়াছ। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে তদন্ত করি নাই। আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আঃ হাকিম হাওলাদার ১২ হাজার ৪৯০/- টাকা আত্মসাৎ এর সমর্থনে আমি

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কাগজাদি দাখিল করি নাই কিন্তু কাগজাদি আদালতে দাখিল আছে। সত্য নয় যে, সঠিকভাবে তদন্ত করি নাই। সত্য নয় যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।
		পি.ডব্লিউ-৯ এসএম আহসানুল আজিজ জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ২০০৭ সালে আমি ডাক বিভাগে ডেপুটি পোষ্ট মাস্টার জেনারেল, ঢাকা নগরী উত্তর বিভাগে কর্মরত ছিলাম। ডাক বিভাগের কর্মকর্তা মোঃ আলতাফুর রহমান, ভিপিএসজি, সটিং এন্ড এয়ার বিভাগ, ডাকার নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গুলশান মডেল টাউন সাব পোষ্ট অফিসের অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তদন্ত পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন আমার নিকট দাখিল করে। এই সেই ২৯/৭/০৭ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন। আমি উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন বিগত ২৪/৯/০৭ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রেরণ করি। এই আমার ফরোয়াডিং এর ফটোকপি। মূল কপি বিশেষ আদালত-১০ এর আদালতে বিচারাধীন মামলার সাথে সংযুক্ত আছে। ফরোয়াডিং এর ফটোকপি প্রদঃ ১০ হল। ফরোয়াডিং এ এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ১০/১ হল।
		আসামীপক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ৫ সিরিজ) আমি প্রাপ্ত হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রেরণ করি।
		সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১০ ফরিয়াদ মোহাম্মদ রেজা জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ০৫/৭/২০১১ ইং তারিখে ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ঢাকা মহানগরী উত্তর বিভাগে পোষ্টাল অপারেটর হিসাবে কর্মরত থাকাকালে দুর্নীতি দমন কশিমনের সহকারী পরিচালক এর রাশেদুর রেজা আমার নিকট থেকে আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার, মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ ওবায়েদুল্লাহর ব্যক্তিগত নথি ৩টি জব্দ তালিকা মূলে জব্দ পূর্বক আমার জিম্মায় দেয়। এই জব্দ তালিকা ও আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ১১ ও ১১/১ হল। এই সেই জিম্মানামা ও এই আমার স্বাক্ষর। জিম্মানামা ইতোপূর্বে প্রদঃ স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/২ হল। জিম্মায় নেওয়া ৩টি নথি অদ্য আদালতে আনিয়াছি। এই সেই আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার, মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ ওবায়দুল্ল্যার ব্যক্তিগত ৩টি নথি যাহা যথাক্রমে প্রদঃ ১২,১২/ক ও ১২/খ হল।
		আসামীপক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ব্যক্তিগত নথি মধ্যে মামলার বিষয়ভুক্ত ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্তে নয়।
		সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১১ মোঃ নাজমুল হক জবানবন্দিতে বলেন যে, বিগত ০৫/৮/০৯ ইং তারিকে গুলশান সাব-পোষ্ট অফিসে সাব পোষ্ট মাস্টার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহঃ পরিচালক রোশেদুর রেজা উক্ত তারিখে সময় ১০.০০ ঘটিকায় আমার নিকট থেকে হাজিরা থাকা সহ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ট্যাক্স টোকেন লেজার এমটি-২২ সংক্রান্তে ৪০টি রেজিস্ট্রার জব্দ তালিকা মূলে জব্দ পূর্বক আমার জিম্মায় দেয়। এই সেই জব্দ তালিকা যাহা ইতোপূর্বে প্রদৎ ৮ হয়েছে। এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ৮/৩ হল। এই সেই জিম্মানামা ও এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ১৪ ও ১৪/১ হল। জিম্মায় নেয়া কাগজাদি বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতে বিশেষ মামলা নং ৭২/১১তে জমা আছে। *আসামীপক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জব্দকৃত হাজিরা খাতা তদন্ত কর্মকর্তার নিকট আছে। হাজিরা খাতা আমার জিম্মায় দেয় নাই।* *সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১২ মোঃ সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ০৫/৮/২০০৯ ইং তারিখে আমি গুলশান সাব-পোষ্ট অফিসে পোষ্টাল অপারেটর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে সময় ১০.০০ ঘটিকায় দুদকের সহঃ পরিচালক রাশেদুর রেজা আমার সামনে সাব-পোষ্ট মাষ্টার নাজমুল হকের নিকট থেকে হাজিরা খাতা সহ ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্ত এমটি-২২ এর ৪০ টি রেজিস্ট্রার জব্দ করে। আমি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছি। এই সেই জব্দ তালিকা ও আমার স্বাক্ষর। স্বাক্ষর প্রদঃ ৮/৪ হল।* *আসামীপক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আমি জব্দকৃত কাগজাদি পড়িয়া দেখি নাই। সত্য যে, আমার সামনে কাগজাদি জব্দ করায় আমি সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছি।* *সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১৩ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পাশা জবানবন্দীতে বলেন যে, ডিএমপি গুলশান ঢাকার মামলা নং ১১০; তাং-২৬/১/২০১১ ইং; ধারা-৪০৯/৪২০/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় আনীত অভিযোগের দলিল পত্রাদি স্মারক নং ১০৫৮৭; তাং-৩০/৫/২০১১ ইং মূলে সিআইডি ঢাকা প্রাপ্ত হই এবং জনাব আঃ হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমানের স্বাক্ষর তুলনামূলক বিচারের জন্য প্রাপ্ত হই। আমরা পরীক্ষা করিয়া মোঃ আঃ হাকিম হাওলাদারের নমুনা ও প্রামান্য স্বাক্ষরের সাথে 'ক' চিহ্নিত বিতর্কিত স্বাক্ষরের মিল পেয়েছি। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমানের নমুনা ও প্রামান্য স্বাক্ষরের সাথে বিতর্কিত 'খ' সিরিজ চিহ্নিত স্বাক্ষরের মিল পেয়েছি এবং তৎমর্মে আমি প্রতিবেদন দাখিল করি। এই সেই প্রতিবেদন যাহা প্রদঃ ১৩ হল। প্রতিবেদনে এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ১৩/১ হল।* *সকল আসামীপক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, হস্তলিপি বিশারদ সংক্রান্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে বলে আমার জানা নাই। আমি আলোকচিত্র গ্রহণ করি নাই। হাবিবুর রহমান ও আঃ হাকিম হাওলাদারের স্বাক্ষর পরীক্ষার জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয় নাই। আলোকচিত্রও কম্পিউটার অপারেটর*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এর সাহায্যে নেয়া হয়েছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে। আমি এই কাজে ও/সি শওকত সাহেবের সাহায্য নিয়াছি। আমার রিপোর্টে ও/সি শওকতের নাম উল্লেখ করি নাই। আলোকচিত্র গ্রহণকারীর নাম রিপোর্টে উল্লেখ করি নাই। আলোকচিত্র গ্রহণকারীর স্বাক্ষর আছে। প্রতিবেদনে আলোকচিত্র গ্রহণকারী এর কোন স্বাক্ষর গ্রহণ করি নাই। বয়স ভেদে স্বাক্ষরের তেমন কোন তারতম্য হয় না। বেসিক গঠন একই থাকে। সময়ের ব্যবধানে লেখা ও স্বাক্ষরে তেমন তারতম্য হয় না। বেসিক গঠন একই থাকে। বয়স ও ভেদে লেখা ও স্বাক্ষর তারতম্য হওয়ার বিষয়ে মতামত দেয়ার কোন চাহিদা ছিল না বিধায় মতামত দেইনি। সত্য নয় যে, আমি দুদকের কথিত মতে প্রতিবেদন দিয়াছি ।
		সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১৪ মোঃ জহিরুল ইসলাম জবানবন্দীতে বলেন যে, বিগত ০৫/৭/১১ ইং তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় দুদকের সহকারী পরিচালক এসএম রাশেদুর রেজা ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, ঢাকা নগরী উত্তর বিভাগের কার্যালয়ে এসে পোষ্টাল অপারেটর ফরিয়াদ মোহাম্মদ রেজার নিকট থেকে জব্দ তালিকায় ৫নং ক্রমিকে বর্ণিত মোঃ হাকিম হাওলাদারের ব্যক্তিগত নথি, জনাব হাবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নথি ও জনাব ওবায়েদুল্লাহ এর ব্যক্তিগত নথি আমার উপস্থিতিতে জব্দ করে। আমি জব্দ তালিকায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছি। এই সেই জব্দ তালিকা ও আমার স্বাক্ষর। জব্দ তালিকা প্রদঃ ১১ হয়েছে। স্বাক্ষর প্রদঃ ১১/২ হল। জব্দকৃত আলামত পোষ্টাল অপারেটর ফরিয়াদ মোহাম্মদ রেজার জিম্মায় দেয়। এই সেই জিম্মানামা যাহা ইতোপূর্বে প্রদঃ ৬ হয়েছে। আমি জিম্মানামায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছি। এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ৬/৩ হল।
		সকল আসামী পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, সত্য যে, অফিসে জব্দ তালিকা প্রস্তুত হয়েছে এবং আমি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছি। সত্য যে, জব্দকৃত আলামত আসামীদের ব্যক্তিগত নথি এবং উহা ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্ত নয়।
		সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১৫ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জবানবন্দীতে বলেন যে, আমি ০৫/৭/২০১১ ইং তারিখের ১১.০০ ঘটিকায় জব্দ তালিকা মূলে আলামত জব্দের সময় ছিলাম এবং প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর করেছি। এই সেই জব্দ তালিকা ও স্বাক্ষর। জব্দ তালিকা ইতোপূর্বে প্রদঃ ১১/২ হল । জব্দকৃত নথি সমূহ জিম্মায় দেয়। আমি জিম্মানামায় সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করেছি।এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ৬/৪ হল।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সকল আসামীপক্ষে জেরা ডিক্লাইন্ড করা হয়। *সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১৬ এসএম রাশেদুর রেজা জবানবন্দীতে বলেন যে, দুদক প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-৩০২৩; তারিখ-১৩/২/২০১১ ইং মূলে এই মামলার তদন্তভার আমার উপর অর্পন করে। এই সেই স্মারকপত্র নং-৩০২৩ যাহা প্রদঃ ১৪ হল। আমি এই মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্বে থাকাকালে ০৫/৮/০৯ ইং তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় মামলার কাগজাদি ইনভেনটরী করি। এই সেই ইনভেনটরী তালিকা যাহা ইতোপূর্বে প্রদঃ ৮ হয়েছে। এই আমার স্বাক্ষর যাহা প্রদঃ ৮/৫ হল ইনভেনটরী তালিকার কাগজাদি ডিপিএমজি আলতাফুর রহমানের জিম্মায় দেই। মামলার তন্তকালে গত ০৫/৭/১১ ইং তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় মামলা সংশ্লিষ্টে জব্দ তালিকার ৫নং ক্রমিকে বর্ণিত কাগজাদি জব্দ করি এবং পোষ্টাল অপারেটর ফরিয়াদ মোঃ রেজার জিম্মায় দেই। এই সেই জব্দ তালিকা ও আমার স্বাক্ষর। জব্দ তালিকা ইতোপূর্বে প্রদঃ ১১ হয়েছে। স্বাক্ষর প্রদঃ ১১/৩ হল। এই সেই জিম্মানামা ও আমার স্বাক্ষর। জিম্মানামা ইতোপূর্বে প্রদঃ ৬ হয়েছে। স্বাক্ষর প্রদঃ ৬/৫ হল। তদন্তকালে এজাহার নামীয় আসামী মোঃ আব্দুল হাকিম হাওলাদার পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স, গুলশান মডেল টাউন, উপ-ডাক ......গুলশান এবং মোঃ হাবিবুর রহমানের কর্মকালীন সময়ে মটরযান কর আদায় সংক্রান্ত ট্যাক্স টোকেনের বিতর্কিত স্বাক্ষর, নমুনা স্বাক্ষর ও প্রামান্য স্বাক্ষর গ্রহণ পূর্বক পরীক্ষার জন্য সিআইডি হস্তলিপি বিশারদের নিকট স্মারক নং- ১০৫৮৭; তাং- ২৯/৫/১১ ইং মূলে প্রেরন করি। তৎপ্রেক্ষিতে সিআইডি, হস্তালিপি বিশারদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম পাশা স্মারক নং-৫৬১/সঃ- ১৩৫/১১; তাং-১১/৮/২০১১ ইং মূলে প্রতিবেদন দাখিল করে। হস্তলিপি বিশারদ জনাব জাহাঙ্গীর আলম পাশা সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা কর্তৃক গত ১১/৮/১১ ইং তারিখের স্বাক্ষরিত মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায় অত্র মামলার এজাহার নামীয় আসামী মোঃ হাকিম হাওলাদার এর প্রামান্য অনুস্বাক্ষর, নমুনা স্বাক্ষর ও বিতর্কিত স্বাক্ষর এর মধ্যে মিল পাওয়া গিয়াছে। একই প্রতিবেদনে অত্র মামলার এজাহার নামীয় আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান এর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিহ্নিত প্রমান্য অনুস্বাক্ষর, নমুনা স্বাক্ষর যিনি করেছেন তিনি বিতর্কিত অনুসাক্ষর করেছেন যাহা প্রদঃ ১৩ হয়েছে। আসামী হাকিম হাওলাদার গুলশান সাব পোষ্ট অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় সরকারী অর্থ আত্নসাৎ এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় অভিযোগ নামা আনয়ন করা হয় এবং বিভাগীয় মামলায় তার ২ বৎসরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্থগিতের দণ্ড দেয়া হয় যাহা প্রদঃ ১৩ তে বর্ণিত আছে। অপর আসামী হাবিবুর রহমান পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে তার এলপিআর মঞ্জুর হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। আসামী ওবায়েদুল্যা প্রাক্তন এসপিএম (সাব পোষ্ট মাষ্টার) গুলশান সাব পোষ্ট অফিসে কর্মরত থাকাকালে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয় অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ। উক্ত বিভাগীয় মামলায় তাহাকে বাধ্যতা মূলকভাবে অবসরে দেয়া হয়েছে তৎসহ আত্মসাৎকৃত সরকারী পাওনা ১১,০২৭/৫০ টাকা তার প্রাপ্য আনুতাষিক থেকে আদায় এর আদেশ হয়। তদন্তকালে প্রাপ্য রেকর্ড পত্র অভিযোগকারী; ডাক বিভাগের বিভাগীয় তদন্ত কমিটির সদস্যগণ সহ সভাপতি এবং সাক্ষীদের বক্তব্য ও হস্তলিপি বিশারদের মতামত পর্যালোচনায় জানা যায় আঃ হাকিম হাওলাদার প্রাক্তন পোষ্টার অপারেটর, এমভি ট্যাক্স, গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে ১০/১/২০০১ ইং থেকে ১২/৭/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে ট্যাক্স টোকেন ইস্যুকারী হিসাবে সকল কাজ সম্পন্ন করে প্রত্যেক দিনের ট্যাক্স টোকেন নিজে স্বাক্ষর করে যানবহন কর আদায় করিয়াছেন। গত ১০/৭/২০০১ ইং তারিখে আদালকৃত ৪৫৪৫/-টাকা, উক্ত তারিখে ৪১২৫/-, ০২/৭/০১ ইং তারিখে আদায়কৃত ১৪৯৫/-টাকা, ১২/১/২০০১ ইং তারিখে আদায়কৃত ৩০৪৫/- টাকা, গাড়ীর যানবহন কর বাবদ সর্বমোট ১৩২১০/- টাকা সরকারী তহবিলে জমা না করে আত্মসাৎ করিয়াছে। অপর আসামী হাবিবুর রহমান প্রাক্তন পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকায় গত ১৩/৭/২০০১ ইং থেকে ১৯/১/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্য ট্যাক্স টোকেন ইস্যুকারী হিসাবে প্রত্যেক দিনের ট্যাক্স টোকেনে নিজে স্বাক্ষর করে যানবহন কর আদায় করিয়াছে। তিনি ৩২ টি গাড়ীর যানবহন কর বাবদ সর্বমোট ৯৪৫২৫/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করে আত্মসাৎ করিয়াছে। আসামী হাকিম হাওলাদার ট্যাক্স টোকেন আদায় সংক্রান্ত রেজিষ্ট্রার/লেজার এমটি-২২ সাব পোষ্ট মাষ্টার মোঃ ওবায়েদুল্যা কর্তৃক যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই । আসামী হাবিবুর রহমান কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৯৪৫২৫/- টাকা সংক্রান্তে রেজিষ্ট্রার/লেজারে সাব পোষ্ট মাষ্টার আসামী ওবায়েদুল্যা লিপিবদ্ধ করে নাই। হাকিম হাওলাদার কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৫১৩৯৭/৫০ টাকা সরকারী খাতে জমা করা হয়েছে। মামলা তদন্তকালে আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ১৩২১০/- টাকা, আসামী হাবিবুর রহমান কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৯৪৫২৫/- টাকা, আসামী ওবায়েদুল্লার যোগসাজসে ৩৬টি গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সর্বমোট (৯৪৫২৫+১৩২১০)=১,০৭,৭৩৫/-টাকা ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতারনার মাধ্যমে আত্নসাৎ করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ করে সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করি। তৎপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়,ঢাকার স্মারক নং-২২৬৭১; তাং-১৪-১১-১১ ইং মূলে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন দেয়। এই সেই স্মারক পত্র নং-২২৬৭১; তাং ১৪/১১/১১ ইং; যাহা প্রদঃ ১৫ হল। আমি উক্ত অনুমোদনপত্র পাইয়া আসামীদের বিরুদ্ধে গুলশান থানার অভিযোগপত্র নং-৮০৬, তাং-৩০/১১/১১ ইং ধারা- পেনাল কোডের ৪০৯/৪২০/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দূর্ণীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় ১,০৭,৭৩৫/- টাকা আত্নসাৎ এর অভিযোগ দাখিল করি। এই আমার অভিযোগ পত্র ও স্বাক্ষর।
		আসামীপক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন সত্য যে, আমি অনুসন্ধান কর্মকর্তা, বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তা। সত্য যে, ১০/১/২০০১ থেকে ৩১/১২/০১ ইং তারিখ পর্যন্ত ঘটনাকাল। সত্য যে, আমি এজাহারকারী। ০১/৭/২০০২ ইং তারিখ থেকে ১১/৪/২০০৪ ইং পর্যন্ত সময়ে ১৪,৯১,৬৬২/- টাকা আত্নসাৎ হওয়ার অভিযোগে পোষ্ট অফিস থেকে আমাদের দুদক বরাবরে আবেদন করে এবং তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। পোষ্ট অফিসের প্রেরিত আবেদন/অভিযোগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ১০/১/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/০১ ইং পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত আত্নসাৎ এর ঘটনা প্রাপ্ত হই । পোষ্টঅফিস সরকারের পক্ষে টাকা আদায় করে। ট্যাক্স টোকেনের টাকা পোষ্ট অফিস আদায় করে পোষ্ট অফিসে প্রাথমিকভাবে জমা করে। পোষ্ট অফিসের কোন খাতে জমা করে তাহা আমার জানা নাই। আত্নসাৎকৃত টাকা সরকারের কোন খাতে জমা হয় নাই। সত্য নয় যে, আত্নসাৎকৃত টাকা সরকারী টাকা নয়। সত্য যে, যে সব গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের টাকা সরকারী খাতে জমা না হয়ে আত্নসাৎ হয়েছে সেই সব গাড়ীর মালি দের তদন্তকালে জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। সত্য যে, যে, সব গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের টাকা জমা হয় নাই মর্মে মামলার অভিযোগ আছে তারা তদন্তকালে আমার নিকট কোন অভিযোগ করে নাই। আমার জানা নাই ট্যাক্স টোকেনের টাকা পোষ্ট অফিস জমা করার পর উহা বিআরটিতে যায় কিনা? সত্য যে, তদন্তকালে বিআরটিতে যাই নাই এবং কাহাকেও সাক্ষী করি নাই । ট্যাক্স টোকেনের বই জিপিও থেকে সরবরাহ করা হয় কিনা তাহা আমার জানা নাই। ট্যাক্স টোকেনের বই কোথা থেকে সরবরাহ হয় সে সংক্রান্তে আমি পোষ্ট অফিসের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। ট্যাক্স

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		টোকেনের ২টা পার্ট থাকে। ১টা অংশ গাড়ীর মালিকের নিকট ও অপর অংশ পোষ্ট অফিসে থাকে। জিপিও থেকে কয়টি ট্যাক্স টোকেনের বই ঘটনাস্থল পোষ্ট অফিসে সরবরাহ করা হয়েছিল তাহা তদন্ত করে দেখি নাই। যে মুড়ি বই জব্দ করা হয়েছে তাহার সকল ট্যাক্স টোকেন ব্যবহৃত পেয়েছি। ট্যাক্স টোকেনের মুড়ি বই এ বর্ণিত টাকা সহ পোষ্ট অফিসের বিভাগীয় তদন্তে আত্মসাৎকৃত টাকার অংক পর্যালোচনা করে এই মামলায় আসামীদের আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমান নির্ধারন করেছি। বিতর্কিত ট্যাক্স টোকেনের সাথে মুড়ি বই জব্দ করেছি। সত্য যে, বিতর্কিত ট্যাক্স টোকেনের ১টা পার্ট জব্দ করেছি এবং অপর ১টা পার্ট জব্দ করি নাই। এসিজি-৬৭ জব্দ করেছি কিনা খেয়াল নাই। সত্য নয় যে, এসিজি-৬৭ মূলে টাকা জমা হয় এবং ইহা টাকা জমার রশিদ। তদন্তকালীন ফয়েল জব্দ করেছি। আমি পোষ্ট অফিস থেকে জব্দ করেছি। আমি গাড়ীর মালিকদের নিকট থেকে কোন কাগজাদি জব্দ করি নাই। ফয়েল (জমা স্লীপ) এর ৩টা পার্ট থাকে এবং ১টা অংশ গাড়ীর মালিকের কাছে, অপর ২টার ১টা অংশ বিআরটিএতে ও ১টা পোষ্ট অফিসে থাকে। বিআরটিএর অংশ জব্দ করি নাই। গাড়ীর মালিককে ট্যাক্স টোকেন দেয়। মানি রিসিট দেয় কিনা তাহা আমার জানা নাই। গাড়ীর মালিকদের তদন্ত কালে জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। ট্যাক্স টোকেনের টাকা বিআরটিএ এর সাথে সমন্বয় হয় কিনা জানা নাই। বিআরটিএ এর কাউকে সাক্ষী মান্য করি নাই। ডাক বিভাগ অডিট হওয়ার কথা। তদন্তকালে ডাক বিভাগের কাহাকেও অডিট সংক্রান্তে জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। ডাক বিভাগে প্রতি ০৩ মাস অন্তর অন্তর অডিট হয় কিনা তাহা আমার জানা নাই। আমি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করেছি। মোট ০৮ জন যথাক্রমে মোঃ আলতাফুর রহমান, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলসহ ০৭ জন বিভাগীয় তদন্ত করে। বিভাগীয় তদন্তে বিশ্বরূপ সরকার, মেইন অপারেটর ছিল, সামসুল আলম মেইল অপারেটর, ফনিন্দ্র চন্দ্র দাস ও মেইল অপারেটর ও মোঃ শহীদুল্লা স্টেনোটাইপিষ্ট ছিলেন। তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত এই কর্মচারীরা সাব পোষ্ট মাষ্টারের অধীনস্থ কিনা জানি না। পরিদর্শক সামসুল নূর ও সেলিম সাব পোষ্ট মাষ্টারের সম পর্যায়ের কিনা তাহা আমি জানি না। সত্য নয় যে, আলতাফুর রহমানের নাম বিভাগীয় তদন্ত কমিটিতে নাই। সত্য যে, আদালতের অনুমতি নিয়ে হস্তলিপি বিশারদের নিকট স্বাক্ষর পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করি নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে নেয়া হয়েছে। সত্য যে, ট্যাক্স টোকেনটি এই মুড়ি বইয়ের অংশ নয়। এই ট্যাক্স টোকেন যে মুড়ি বইয়ের অংশ সেটা জব্দ করা হয় নাই। ট্যাক্স টোকেনে টাকার

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিমাণ উল্লেখ নাই কিন্তু গাড়ীর নম্বর উল্লেখ আছে। সত্য নয় যে, টাকার অংক আমি মনমত বসাইয়া দিয়াছি। সত্য নয় যে, এই মুড়ি বই মামলা সংশ্লিষ্ট নয়। মুড়ি বইয়ের টাকা জমা হয় নাই। আবার বলে ২০০২ সারের মুড়ি বইয়ের টাকা জমা হয়েছে কিনা তাহা বলতে পারবো না। এই মুড়ি বই এই মামলা সংশ্লিষ্টে। মোট কয়টি মুড়ি বই জব্দ করেছি তাহা স্মরণ নাই। সত্য নয় যে, জব্দকৃত মুড়ি বইগুলো শুধুমাত্র ২০০২ সালের। অন্যান্য সালের মুড়ি বই জব্দ করেছি। সত্য নয় যে, জব্দকৃত মুড়ি বইয়ের সকল টাকা জমা আছে। আসামীদের হাজিরা খাতা ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের জব্দ করেছি। ঘটনার সময়কালীন হাজিরা খাতা পাওয়া যায় নাই। রেজিস্ট্রার ৪০টি (এমটি-২২) জব্দ করেছি। সত্য নয় যে, এমটি-২২ না দেখে বলতে পারবো না কোন কোন সালের এমটি-২২ জব্দ করা হয়েছে। সত্য যে, তদন্তকালে আসামী ওবায়েদুল্লাহকে বাধ্যতামূলক অবসরে দেয়া হয়। আমার জানা না্ই আসামী ওবায়েদুল্লাহ সকল পাওনা প্রাপ্ত হয়েছে কিনা? ডাক বিভাগ থেকে ট্যাক্স টোকেন সংক্রান্ত কাগজাদি সরবরাহ করে। ওবায়েদুল্লাহ সাব পোষ্ট মাষ্টার এবং অপর ০২ জন অপারেটর। সাব পোষ্ট মাষ্টার ওবায়েদুল্লাহ ট্যাক্স টোকেন স্বাক্ষর করে নাই। বিআরটিএ কোন অভিযোগ পোষ্ট অফিসে করে কিনা জানা নাই। সত্য নয় যে, আমি তদন্ত করি নাই এবং ডাক বিভাগের বিভাগীয় তদন্তের ভিত্তিতে এই তদন্ত প্রতিবেদন দিয়াছি। সত্য নয় যে, প্রকৃত সত্য আড়াল করার জন্য বিআরটিএতে এবং গাড়ীর মালিকদের নিকট যাই নাই। সত্য নয় যে, এই আসামীর ঘটনার সাথে জড়িত না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। *উল্লেখিত সাক্ষী পি ডব্লিউ ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ও ১৬ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় পি ডব্লিউ-১ ১৬ মামলার অনুসন্ধানকারী, এজাহারকারী ও তদন্ত কর্মকর্তা, পিডব্লিউ-২ হল বিগত ২৯/৭/০৭ ইং ও ২৬/০৪/০৯ ইং তারিখের ০২টি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক এবং কাগজাদি জিম্মা গ্রহণকারী, পিডব্লিউ-৩ ও ৬ হল তদন্ত কমিটির সদস্য ও ইনভেন্টরী তালিকার সাক্ষী, পি ডব্লিউ-৪,৭ ও ৮ তদন্ত কমিটির সদস্য, পি ডব্লিউ-৯ দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণকারী। পি ডব্লিউ-১০,১১,১২,১৪ ও ১৫ আসামীদের ব্যক্তিগত নথির জব্দ তালিকার সাক্ষী ও জিম্মা গ্রহণকারী, পি ডব্লিউ-১৩ হল হস্তলিপি বিশারদ।* *রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকার পোষ্টাল অপারেটর এমডি ট্যাক্স এর দায়িত্বে থাকাকালে ১০/১/২০০১ ইং থেকে ১২/৭/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ০৪টি ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ১৩,২১০/-টাকা আদায় পূর্বক তাহা সরকারী কোষাগারে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জমা না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। *আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান সম্পর্কে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ তিনি গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকায় পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স এর দায়িত্বে থাকাকালে বিগত ১৩/৭/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ইং পর্যন্ত ৩ সময়ে ৩২টি গাড়ী বাবদ ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ৯৪,৫২৫/-টাকা আদায় করিয়া তাহা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে।* *আসামী মোঃ ওবায়েদুল্লা এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ তিনি উক্ত গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকায় সাব পোষ্ট মাষ্টার হিসাবে ১৫/১/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বে থাকাকালে তিনি আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমানের সাথে পরস্পর যোগসাজসে ৩৬টি গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের (১৩,২১০+৯৪,৫২৫)=১,০৭,৭৩৫/-টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করিয়া আত্মসাৎ এর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ট্যাক্স টোকেন লেজার এমটি-২২ সংরক্ষন করে নাই।* *নথিসহ মামলার পরীক্ষিত সাক্ষী পি.ডব্লিউ-১৬ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তিনি তাহার লিখিত অভিযোগ (এজাহার) সমর্থন হুবহু সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিয়াছে আসামী আব্দুল হাকিম গুলশান উপ ডাকঘরে পোষ্টাল অপারেটর হিসেবে ১০/১/২০০১ থেকে ১২/০৭/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বে থাকাকালে ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে আদায়কৃত ১৩,২১০/-টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করিয়া আত্মসাৎ করে। সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে আরও দেখা যায় আসামী হাবিবুর রহমান গুলশান উপ-ডাকঘরে ট্যাক্স/ পোষ্টাল অপারেটর হিসেবে ১৩/০৭/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বকালে ৩২ টি গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে আদায়কৃত ৯৪,৫২৫/-টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। এই সাক্ষী সাক্ষী দাবী করিয়াছে আসামী ওবায়েদুল্লাহ মূলমান উপ-ডাকঘরে সাব-পোষ্টমাষ্টার হিসেবে সাব-পোষ্টমাষ্টার হিসেবে ১৫/১/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বকালে আসামী আঃ হাকিম ও মোঃ হাবিবুর রহমানের সাথে যোগসাজসে তাহাদের আদায়কৃত (১৩২১০+৯৪,৫২৫) = ১,০৭,৭৩৫/-টাকা আত্মসাৎ করার সহযোগিতার জন্য ট্যাক্স টোকেন লেজার এমটি-২২ সংরক্ষন করে নাই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পি. ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় ঘটনার সময়কালে এই আসামী আঃ হাকিম ও মোঃ হাবিবুর রহমান গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকার পোষ্টাল অপারেটর এবং আসামী মোঃ ওবায়েদুল্লাহ সাব-পোষ্ট মাষ্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পক্ষান্তরে পি*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ডব্লিউ- ২,৩,৪,৬,৭ ও ৮ এর সাক্ষ্য সহ তাহাদের তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ ৫ ও ৯ থেকে এই আসামী আঃ হাকিম ও মোঃ হাবিবুর রহমান ঘটনার সময়কালে গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকার পোষ্টাল অপারেটর এবং আসামী মোঃ ওবায়েদুল্লাহ সাব পোষ্ট মাষ্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাছাড়া এই আসামী আঃ হাকিম ও মোঃ হাবিবুর রহমান পোষ্টাল অপারেটর এবং আসামী ওবায়েদুল্লাহ সাব-পোষ্ট মাষ্টার হিসেবে গুলশাল ঘটনার সময়কালে উপ-ডাঘরের কর্মরত ছিলেন না এই মর্মে তাহারা দাবী করে নাই। কাজেই উল্লেখিত পি ডব্লিউ-১,২,৩,৪,৬,৭ ও ৮ এর সাক্ষ্য সহ তদন্ত প্রতিবেদন প্রদঃ ৫ ও ৯ পর্যালোচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, এই আসামী আঃ হাকিম ও মোঃ হাবিবুর রহমান ঘটনার সময়কালে ঢাকাস্থ গুলশান উপ-ডাকঘরে পোষ্টাল অপারেটর এবং আসামী মোঃ ওবায়েদুল্লাহ সাব-পোষ্টমাষ্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। *এখন দেখার বিষয় রাষ্ট্রপক্ষের কথিত মতে আসামী আব্দুল হাকিম হাওলাদার ঢাকাস্থ গুলশান উপ- ডাকঘরে পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স এর দায়িত্বে থাকাকালে ১০/০১/২০০১ ইং থেকে ১২/০৭/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ০৪ টি ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ১৩,২১০/- টাকা এবং আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান উক্ত ডাকঘরে পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স এর দায়িত্বে থাকাকালে বিগত ১৩/৭/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে ৩২ টি গাড়ী বাবদ ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ৯৪,৫২৫/- টাকা আদায় করিয়াছে কিনা। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পি ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য আলোচনায় পূর্বেই করেছি তিনি আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হুবহু সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিয়াছে আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ০৪ টি ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ১৩,২১০/- টাকা এবং আসামী ও মোঃ হাবিবুর রহমান ৩২ টি ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ৯৪,৫২৫/- টাকা আদায় করিয়াছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পি ডব্লিউ-১৬ বিরোধীয় ৩৬ টি ট্যাক্স টোকেন জব্দ করিয়াছে যাহা প্রদ: ০৭ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা পি ডব্লিউ-১৬ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তিনি ট্যাক্স টোকেনের মুড়ি বইয়ের এই আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমান এর তর্কিত স্বাক্ষরের সাথে তাহাদের স্বীকৃত স্বাক্ষরের তুলনামূলক ৬৬ বিচারের জন্য সিআইডি ঢাকাতে প্রেরন করিলে সিআইডির হস্তলিপি বিশারদ বিগত ১১/০৮/১১ ইং তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে যাহা প্রদ: ১৪ থেকে দেখা*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যায় এই আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমান এর স্বীকৃত স্বাক্ষরের সাথে ট্যাক্স টোকেন এর মুড়ি বইয়ে এই আসামীদের তর্কিত স্বাক্ষরের সাথে হুবহু মিল পাওয়া গিয়াছে। উল্লেখিত আলোচনায় প্রমানিত হয় যে, এই আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ১০/০১/২০০১ ইং থেকে ১২/০৭/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ০৪টি ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ১৩,২১০/-টাকা এবং আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান উক্ত ডাকঘরে পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স এর দায়িত্বে থাকাকালে বিগত ১৩/৭/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে ৩২টি গাড়ী বাবদ ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ৯৪,৫২৫/-টাকা আদায় করিয়াছে। *এখন দেখার বিষয় আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকার পোষ্টাল অপারেটর এমডি ট্যাক্স এর দায়িত্ব থাকাকালে ১০/১/২০০১ ইং থেকে ১২/৭/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে ০৪টি ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ১৩,২১০/-টাকা এবং আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান বিগত ১৩/৭/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে ৩২টি গাড়ী বাবদ ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে ৯৪,৫২৫/-টাকা আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে কিনা এবং আসামী মোঃ ওবায়েদুল্লা উক্ত গুলশান উপ-ডাকঘর, ঢাকায় সাব পোষ্ট মাষ্টার হিসাবে ১৫/১/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বে থাকাকালে তিনি আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমানের সাথে পরস্পর যোগসাজসে ৩৬ টি গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের (১৩,২১০+৯৪,৫২৫) = ১.০৭.৭৩৫/- টাকা আত্মসাতে সহযোগিতা করিয়াছে কিনা? পূর্বেই পি ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি তিনি তাহার লিখিত অভিযোগ (এজাহার) সমর্থন হুবহু সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বলিয়াছে আসামী আব্দুল হাকিম গুলশান উপ ডাকঘরে পোষ্টাল অপারেটর হিসেবে ১০/১/২০০১ থেকে ১২/০৭/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বে থাকাকালে ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে আদায়কৃত ১৩,২১০/- টাকা এবং আসামী হাবিবুর রহমান গত ১৩/০৭/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বকালে ৩২ টি গাড়ীর ট্যাক্স টোকেনের মাধ্যমে আদায়কৃত ৯৪,৫২৫/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। এই সাক্ষী দাবী করিয়াছে আসামী ওবায়েদুল্লাহ গুলশান উপ-ডাকঘরে সাব-পোষ্টমাষ্টার হিসেবে ১৫/১/২০০১ ইং থেকে ৩১/১২/২০০১ ইং পর্যন্ত সময়ে দায়িত্বকালে আসামী আঃ হাকিম ও মোঃ হাবিবুর রহমানের সাথে যোগসাজসে তাহাদের আদায়কৃত*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(১৩২১০+৯৪,৫২৫) = ১,০৭,৭৩৫/- টাকা আত্মসাৎ করার সহযোগিতার জন্য ট্যাক্স টোকেন লেজার এমটি- ২২ সংরক্ষন করে নাই। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়েছে কিন্তু তাহার সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার মত কোন তথ্য আদালতে উপস্থাপন করিতে পারে নাই। অপরদিকে পি.ডব্লিউ-২,৩,৪,৬,৭ ও ৮ এর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তাহারা গুলশান উপ-ডাকঘরে ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে আরও দেখা যায় তাহারা তদন্ত করে বিগত ২৯/৭/০৭ ইং তারিখে এবং ২৬/০৪/০৯ ইং তারিখে পৃথক পৃথকভাবে ০২ টি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে যাহা যথাক্রমে প্রদঃ ৫ এবং প্রদঃ ৯ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় তাহারা তদন্তে এই আসামীদের ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ এর সত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রদঃ ৫ ও ৯ অর্থাৎ তদন্ত প্রতিবেদনদ্বয় পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার গুলশান উপ-ডাকঘরে এমভি ট্যাক্স অপরেটর হিসাবে থাকাকালে যানবাহনের কর আদায় বাবদ ১৩,২১০/- টাকা এবং আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান এমভি ট্যাক্স অপারেটর হিসাবে থাকাকালে যানবাহনের কর আদায় বাবদ ৯৪,৫২৫/-টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনদ্বয় পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় আসামী ওবায়দুল্লাহ উক্ত ডাকঘরের সাব-পোষ্ট মাষ্টার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে আদায়কৃত ট্যাক্স টোকেনের টাকা তাহার কর্তৃক লেজার এমটি-২২ তে সংরক্ষন/লিপিবদ্ধ করার সুস্পষ্ট নিয়ম/বিধান থাকলেও তিনি আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমান এর আদায়কৃত ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ এর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে লেজার এমটি-২২ সংরক্ষন করেন নাই। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামীপক্ষ পি,ডব্লিউ-২, ৩, ৪, ৬, ৭ ও ৮ কে তদন্ত প্রতিবেদন সংক্রান্তে তাদেরকে জেরা করিয়াছে কিন্ত আসামী পক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্যে কোন বৈপরিত্য দেখাইতে পারে নাই। উল্লেখিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহ তদন্ত প্রতিবেদন দ্বয় (প্রদঃ-৫ ও ৯) পর্যালোচনায় আমার নিকট মনে হয় যেহেতু উচ্চ পর্যায়ের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি তদন্ত অন্তে এই আসামীদের ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ এর সত্যতা প্রাপ্ত হয়েছে এবং এই আসামীদের সাথে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যদের অর্থাৎ এই সাক্ষীদের শত্রুতার কোন তথ্য প্রমান নাই সেহেতু এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহ তদন্ত প্রতিবেদন দ্বয় (প্রদঃ-৫ ও ৯) বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হইতেছে।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অপরদিকে এই আসামীদের ব্যক্তিগত নথি ৩টি (প্রদঃ-১২ সিরিজ) পর্যালোচনায় দেখা যায় আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার গুলশান উপ-ডাকঘরে পোষ্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স হিসাবে দায়িত্ব থাকাকালে যানবাহন কর বাবদ আদায়কৃত অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু হলে তিনি আত্মসাৎকৃত টাকা জমা দিয়া প্রমাণ করিয়াছে তিনি আদায়কৃত যানবাহনের ট্যাক্স টোকেনের ১৩,২১০/-টাকা আত্মসাৎ এর সাথে সরাসরি জড়িত ছিল *আসামী হাবিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। তবে উক্ত ব্যক্তিগত নথি থেকে দেখা যায় তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে গিয়াছেন। রাষ্ট্রপক্ষের দাবী তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে যাওয়ায় বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। অপরদিকে এই আসামীর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি অপর ০১টি অভিযোগে দুর্নীতি দমন ব্যূরোর মামলায় আটক হওয়ার কারণে তাকে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়, যদিও পরবর্তীতে চাকুরীতে যোগদান করেন। উল্লেখিত আলোচনায় দেখা যায় এই আসামীও পরিষ্কার/বিশুদ্ধ ব্যক্তি নয়। তাহা ছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করেছি উচ্চ পর্যায়ের ০২টি বিভাগীয় তদন্ত টিম এই আসামীর আদায়কৃত যানবাহনের ট্যাক্স টোকেনের ৯৪, ৫২৫ড্ডটাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করিয়া আত্মসাৎ করার সত্যতা পেয়ে ০২টি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছে। এই আসামী কর্তৃক যানবাহনের ট্যাক্স টোকেনের আদায়কৃত ৯৪,৫২৫/-টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করার কোন তথ্য প্রমাণ দেখাইতে পারে নাই। কাজেই, সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই আসামী গুলশান উপ-ডাকঘরে ট্যাক্স অপারেটর হিসাবে যানবাহনের কর বাবদ আদায়কৃত ৯৪,৫২৫/- টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে।* *আসামী ওবায়েদুল্লার ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় গুলশান উ-ডাকঘরে সাব-পোষ্ট মাষ্টার হিসাবে কর্মরত থাকাকালে ১১,০৮৭/৫০ টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয় এবং তাকে চাকুরী থেকে বাধ্যতামূলক অবসরে দিয়া আত্মসাৎকৃত টাকা তার আনুতোষিক থেকে আদায়ের আদেশ হয়। বিভাগীয় মামলার উপরোক্ত আদেশ থেকে প্রমাণ করে এই আসামীও দুর্নীতি ও আত্মসাৎ এর সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। তাহাছাড়া পূর্বেই তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় উল্লেখ করিয়াছি এই আসামীর দায়িত্ব ছিল আদায়কৃত ট্যাক্স টোকেনের টাকা লেজার (এমটি-২২) তে সংরক্ষণ/লিপিবদ্ধ করা কিন্তু তিনি আদায়কৃত লেজার এমটি-২২ তে লিপিবদ্ধ*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		না করে আত্মসাৎ এ সহযোগিতা করিয়াছে। এমতাবস্থায় সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই আসামীও ট্যাক্স টোকেনের আদায়কৃত ১,০৭,৭৩৫/-টাকা আত্মসাৎ এর সহযোগিতা করিয়াছে। *উল্লেখিত আলোচনা সহ মামলার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমি মনে করি যেহেতু গুলশান উপ-ডাকঘরের এমভি ট্যাক্স অপারেটর মোঃ আঃ হাকিম হাওলাদার ট্যাক্স টোকেনের আদায়কৃত ১৩,২১০/-টাকা এবং এমভি ট্যাক্স অপারেটর আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান আদায়কৃত ট্যাক্স টোকেনের ৯৪,৫২৫/-টাকা সরকারী খাতে জমা না করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে এবং আসামী ওবায়েদুল্লা উক্ত উপ-ডাকঘরের সাব -পোষ্ট মাষ্টার হিসাবে আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও মোঃ হাবিবুর রহমান কর্তৃক আদায়কৃত ট্যাক্স টোকেনের (১৩,২১০+৯৪,৫২৫)=১,০৭,৭৩৫/- টাকা আত্মসাৎ এ সহযোগিতার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেহেতু তাহাদেরকে পেনাল কোডের ৪০৯/৪২০/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করা হল।* *নথি থেকে দেখা যায় আঃ হাকিম হাওলাদার এর আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমান ১৩,২১০/-টাকা এবং আঃ হাবিবুর রহমানের আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ ৯৪,৫২৫/-টাকা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আসামী ওবায়েদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার ও আঃ হাবিবুর রহমান এর সাথে যোগসাজশে আদায়কৃত (১৩,২১০+৯৪,৫২৫)=১,০৭.৭৩৫/- টাকা আত্মসাৎ এ সহযোগিতা করিয়াছে। এমতাবস্থায় আত্মসাৎকৃত টাকা পরিমাণ বিবেচনায় আসামী আঃ হাকিম হাওলাদারকে ০৬ মাসের কারাদণ্ড এবং আসামী হাবিবুর রহমান ও ওবায়েদুল্লাহকে ০১ বছর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডসহ আত্মসাৎকৃত টাকার সমপরিমান অর্থ অর্থাৎ ১,০৭,৭৩৫/-টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে।* *অতএব* *<u>আদেশ হয় যে,</u>* *এই মামলার আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার, মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ ওবায়েদুল্লা এর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ধারা ৪০৯/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, এর ৫ (২) ধারার অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাদেরকে দোষী সাব্যস্তক্রমে আসামী আঃ হাকিম হাওলাদারকে ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১৩,২১০/-টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হল এবং আসামী মোঃ হাবিবুর রহমান ও মোঃ ওবায়েদুল্লাকে*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

০১ (এক) বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল এবং ৯৪, ৫২৫/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হল।

আসামীদেরকে পেনাল কোডের ৪০৯/১০৯ ধারায় শাস্তি দেওয়ায় ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তি দেওয়া হল না।

সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের প্রতি সাজা পরওয়ানা ইস্যু করা হউক।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও লিখিত-

স্বা:- অস্পষ্ট	*স্বা:- অস্পষ্ট*
(মোঃ আতাউর রহমান)	*(মোঃ আতাউর রহমান)*
২৪/০৫/২০১৮	*২৪/০৫/২০১৮*
বিশেষ দায়রা জজ	*বিশেষ দায়রা জজ*
বিশেষ দায়রা জজ আদালত-১, ঢাকা	*বিশেষ দায়রা জজ আদালত-১, ঢাকা*

অত্র আসামী আপীলকারী আঃ হাকিম হাওলাদার এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ হলো এই যে, আঃ হাকিম হাওলাদার গুলশান, উপ-ডাকঘর, ঢাকা এর মটর ভিহিকেল টেক্স কালেক্টর হিসেবে পোস্টাল অপারেটরের দায়িত্ব পালন করাকালীন বিগত ইংরেজী ১০.০১.২০০১ তারিখ হতে বিগত ইংরেজী ১২.০৭.২০০১ তারিখ পর্যন্ত তার কর্মকালীন সময়ে ৪ টি ট্যাক্স টোকেন (এমভি ১৭) ইস্যুর মাধ্যমে আদায়কৃত ১৩,২১০ টাকা সরকারি তহবিলে জমা প্রদান না করে ওবায়েদ উল্লাহ, প্রাক্তন সাব পোস্টাল গুলশান উপ ডাকঘর, ঢাকা এর সাথে যোগসাজসে আত্মসাৎ করেছে।

প্রথমত রাষ্ট্রপক্ষের ১ নং সাক্ষী এস.এম. রাশেদুর রেজা, সহকারী পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং পিডব্লিউ-১৬ উক্ত একই ব্যক্তি এস.এম রাশেদুর রেজা দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয় ঢাকা মোকদ্দমাটি তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান কালে বলেন যে, আসামী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ ১৩,২১০ টাকা। অপরদিকে পিডব্লিউ-২,৩,৪,৫,৬,৭ এবং ৮ তাদের জবানবন্দিতে বলেন যে, আব্দুর হাকিম হাওলাদার কর্তৃক আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ ১২,৪৯০ টাকা। ফলে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য বৈপরীত্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পিডব্লিউ-৬ শামছুর নূর পরিদর্শক সর্টিং এবং এয়ার বিভাগ এবং বিগত ইংরেজী ২৬.০৪.২০০৯ তারিখে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য। তার জেরায় বলেন যে, তিনি তদন্তকালে বিআরটি-তে যান নাই। তিনি জেরায় আরো বলেন যে, তিনি কোন গাড়ির টাকা অনাদায়ী আছে মর্মে বিআরটি কোন দাবী করেছেন মর্মে তার জানা নাই। এ সাক্ষী আরো বলেন যে “ আমাদের পোস্ট অফিস অডিট হয় অডিটে আত্মসাতের ঘটনা উদঘাটন হয়েছিল কিনা জানা নাই। আমাদের শাখা পোস্ট অফিস বছরে ৪ বার পরিদর্শন হয়। পরিদর্শনে ঘটিত আত্মসাতের ঘটনা উদঘাটন

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হয়েছিল কিনা জানা নাই।” *এ সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট যে, সংশ্লিষ্ট সাব-পোস্ট অফিসটি প্রতি বছর ৪ বার পরিদর্শন করা হয়। অর্থাৎ যদি কোন আত্মসাৎ সত্যিই সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে উক্ত পরিদর্শনে তা অবশ্যই প্রতিফলিত হতে বাধ্য। স্বীকৃত মতে ২০০১ সনে উক্ত পোস্ট অফিসটি ৪ বার পরিদর্শন করা হয়েছিল এবং প্রসিকিউশন পক্ষ উক্ত পরিদর্শন উক্ত ২০০১ সনে ৪ বার পরিদর্শন রিপোর্ট উপস্থাপন করতে যেমনটি ব্যর্থ হয়েছে তেমনি উক্ত ৪ বার পরিদর্শনে কোন অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে মর্মে কোন তথ্য প্রমানও উপস্থাপন করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।* পিডব্লিউ-৪ মোঃ সেলিম খান তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন “আসামী আঃ হাকিম হাওলাদার পোস্টাল অপারেটর এমভি ট্যাক্স যে এমভি ১২,৪৯০ টাকা আত্মসাৎ করেন। জেরায় তিনি বলেন যে, গাড়ির মালিকগণ ট্যাক্সের টাকা আত্মসাৎ মর্মে কোন অভিযোগ নাই লাইসেন্স প্রদানকারী অফিস বিআরটিএ। বিআরটিএ ট্যাক্স টোকেন টাকা পায় নাই মর্মে অভিযোগ করে নাই। ” *এটি স্বীকৃত যে ট্যাক্স টোকেনের টাকা মূল মালিক বিআরটিএ। এখানে পোস্ট অফিস শুধুমাত্র একজন বাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পোস্ট অফিসের কাজ হলো গাড়ির মালিকগণের থেকে টাকাটি গ্রহণ করে বিআরটিএকে প্রদান করা। উপরের সাক্ষী থেকে এটি প্রতীয়মান যে, কোন গাড়ির মালিক তার ট্যাক্সের টাকা বিআরটিএ তে জমা হয়নি মর্মে কোথাও কোন অভিযোগ করেন নাই। উক্ত টাকা বিআরটিএ প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় বিআরটিএ গাড়ির মালিকগণকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। ফলে গাড়ির মালিকগণ ট্যাক্সের টাকা যথাযথভাবে বিআরটিএ প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় গাড়ির মালিকগণের কোন অভিযোগ থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। তেমনিও বিআরটিএও গাড়ির মালিকগণের ট্যাক্স টাকা যথাযথভাবে প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় তাদের নিকট কোনো গাড়ির মালিক কোন অভিযোগ করেন নাই এতদবিষয়ে। বিআরটিএ ট্যাক্স টোকেন টাকা পান নাই মর্মে কখনও কোন অভিযোগ করেনি।* পিডব্লিউ-৩ ফেনিন্দ্র চন্দ্র দাস তার জেরায় বলেন যে, আসামী ওবায়দুল্লাহ গুলশান পোস্ট অফিসের সাব-পোস্টাল ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, জমাকৃত ট্যাক্স টোকেন টাকা ডাক বিভাগে প্রদান করে। ডাক বিভাগ সংযোজিত ট্যাক্সের টোকেন সব পোস্ট মাস্টারের নিকট জমা দেন। তিনি আরও বলেন যে, জমাকৃত টাকা প্রতি ৩ মাসে, ৬ মাসে এবং বাৎসরিক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকারীরা আত্মসাতের অভিযোগ করে নাই।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অর্থাৎ উপরিল্লিখিত সাক্ষীর সাক্ষ্যমতে সংশ্লিষ্ট গুলশান পোস্ট সাব পোস্ট অফিসে প্রতি মাসে, এবং প্রতি ৩ মাসে অন্তর, প্রতি ৬ মাস অন্তর এবং বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল স্বীকৃত এবং উক্ত প্রতিটি নিরীক্ষায় নিরীক্ষাকারীর কোনো আত্মসাতের অভিযোগ করেনাই প্রমাণিত। পিডব্লিউ-২ মোঃ আল আলতাবুর রহমান আসামী ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক জেরা করা হলে তিনি বলেন যে, "এমভি ট্যাক্স অপারেটর টাকা কালেকশন করেন। সেই কালেকশনকৃত টাকা সাব পোস্ট মাস্টার এর নিকট জমা হইবে। আসামী-ওবায়েদুল্লাহ এমভি ট্যাক্স অপারেটর হতে টাকা নিয়ে তা সরকারের ঘরে জমা না দেয়ার বিষয়, কোন কাগজ না থাকা সত্য নয়।" *উপরের সাক্ষ্য থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, আসামী ওবায়দুল্লাহ নিজেই বলছেন যে, তিনি এমভিট্যাক্স অপারেটর থেকে টাকা কালেকশন করে সেটি তার নিকট জমা হত এবং উক্ত এমভি ট্যাক্স অপারেটর থেকে প্রাপ্ত টাকা আসামী ওবায়দুল্লাহ সরকারের ঘরে জমা দিয়েছেন। ফলে আসামী ওবায়েদুল্লাহ সেখানে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি এমভি ট্যাক্স অপারেটরের আঃ হাকিম থেকে টাকা প্রাপ্ত হয়ে তা সরকারের ঘরে জমা প্রদান করেছেন তা সত্ত্বেও আসামী আঃ হাকিমকে সাজা প্রদান বেআইনী, এখতিয়ার বহির্ভূত এবং আইনের গুরুতর অন্যায়।* **পি.ডব্লিউ-৮ বিশ্বরূপ সরকার তার ওবায়েদুল্ল্যা কর্তৃক তার সাজেশনে বলেন যে, "সত্য নয় যে এই আসামী (ওবায়দুল্লাহ) দৈনিক আদায়কৃত ট্যাক্স টোকেনের টাকা তালিকাভূক্ত করিয়া প্রধান কার্যালয়ে জমা প্রদান দিয়াছেন। এতেও প্রমান হয় যে, আসামী ওবায়দুল্লাহ বলছেন তিনি ট্যাক্স টোকেনের টাকা আসামী হাকিম হাওলাদার এবং হাবিবুর রহমান থেকে পেয়ে তালিকাভূক্ত করে প্রধান কার্যালয়ে জমা প্রদান করে।"** *সকল সাক্ষীগণের সাক্ষ্য ও জেরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, আঃ হাকিম হাওলাদার ট্যাক্স টোকেনের টাকা সংগ্রহ করে দৈনিক যথাযথ আইনগত পদ্ধতি অবলম্বন করে সাব-পোস্ট মাস্টার অপরারেটরের নিকট জমা প্রদান করতেন। ফলে তার নিকট কোনো ট্যাক্স টোকেনের টাকা জমা থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। রাষ্ট্র পক্ষের সকল সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি আরও পরিষ্কার যে, আঃ হাকিম হাওলাদার যথাযথভাবে প্রতিদিনের সংগৃহীত ট্যাক্স টোকেনের টাকা সাব-পোস্ট মাস্টার ওবায়দুল্লাহর নিকট জমা প্রদান করতেন। সুতরাং আ: হাকিম হাওলাদার কর্তৃক ট্যাক্স টোকেনের টাকা আত্মসাৎ করার প্রশ্নই*

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসে না। **অত্র আসামী-আপীলকারী আব্দুল হাকিম ডাক বিভাগের একজন পোষ্টাল অপারেটর। নিতান্তই ছোট চাকুরে। ১৩ হাজার টাকা আত্মসাতের মিথ্যা অভিযোগে দীর্ঘ ১২ (বার) বৎসরের অধিক চাকুরী হারিয়ে এবং মামলায় জর্জরিত হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে আসছেন। আপীলকারীর যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। যদি দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সতর্ক ভাবে এসব অনুসন্ধান, তদন্ত এবং অনুমোদন করতেন তাহলে আপীলকারীকে এহেন মানবেতর জীবন যাপন এবং অপমান অপদস্ত হতে হতো না। অপরদিকে অত্র মোকদ্দমার অধঃস্তন আদালতের বিজ্ঞ আমলী আদালতও যদি মোকদ্দমাটি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারা মোতাবেক অপরাধ আমলে নেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতেন তাহলেও আসামী-আপীলকারী আব্দুল হাকিম এর বিরুদ্ধে তিনি কোন ভাবেই অপরাধ আমলে নিতে পারতেন না। অপরদিকে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষনে অধিকতর মনোযোগী এবং সতর্ক থাকতেন তাহলেও আমার বিশ্বাস তিনি কোন ভাবেই অত্র মোকদ্দমার আসামী আপীলকারী আব্দুল হাকিমকে অত্র সাজা প্রদান করতে পারতেন না।** অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, আদালত নং-০১, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৪/২০১২ (গুলশান থানার মামলা নং ১১০, তারিখ ২৬.০১.২০১১, এসিসি জি, আর, মামলা নং ১৬/২০১১ হতে উদ্ভূত)-এ অত্র আপীলকারী আঃ হাকিম হাওলাদারকে দন্ডবিধি ৪০৯/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন এর ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০৬ (ছয়) মাস সশ্রম কারাদন্ড এবং ১৩,২১০/- (তের হাজার দুইশত দশ) টাকা অর্থদন্ড প্রদানের বিগত ইংরেজী ২৪.০৫.২০১৮ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আপীলকারীকে দন্ডবিধি ৪০৯/১০৯ এবং দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৪ এর ৫(২) এর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পূর্বক খালাস প্রদান করা হলো। আপীলকারীকে এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। আপীলকারী কর্তৃক জমাকৃত টাকা আপীলকারীকে অত্র রায় প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র মোকদ্দমার রায় ও আদেশের অনুলিপি দুর্নীতি দমন কমিশনের সকল অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং অনুমোদনকারী কর্মকর্তার অবগতি ও বিশেষ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিবেচনায় রাখার জন্য চেয়ারম্যান এবং সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবর প্রেরণ করার জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি Judicial Administration Training Institute (JATI)-তে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায় ও আদাশের অনুলিপি আইন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠানোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।